সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

———০০*০০———

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবগণের মেঘনাদ পর্ব্বতে আরোহণ।

বলিলেন জন্মেজয় পিতামহগণ।
কোন্ পথে স্বর্গেতে করেন আরোহণ ॥
কোন্ কোন্ পর্ব্বতে পড়িল কোন্ বীর।
স্বশরীরে কেমনে গেলেন যুধিষ্ঠির ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
ধৌম্যেরে বিদায় দিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ক্ষান্ত করি মন।
হইলেন একান্তে গোবিন্দ-পরায়ণ ॥
পুণ্য ভাগীরথী জলে করি স্নান দান।
সূর্য্যে অর্ঘ্য দিলেন হইয়া সাবধান ॥
গঙ্গা মৃত্তিকায় অঙ্গ করিয়া ভূষিত।
শুক্লবস্ত্র পরিধান উত্তরী সহিত ॥
হরি স্মরি করিলেন গঙ্গাজল পান।
শুচি হৈয়া স্বর্গপথে করেন প্রয়াণ ॥
বহু বন পার হৈয়া অনেক পর্ব্বত।
দিবানিশি যান হরি চিন্তি অবিরত ॥
কত শত মুনি ঋষি দেখি নানা স্থানে।
মেঘনাদ পর্ব্বতে গেলেন কত দিনে ॥
পরম সুন্দর গিরি সুরপুরী সম।
অনেক তপস্বী ঋষি মুনির আশ্রম ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া রাজা দেখি জম্বুদ্বীপ।
ভয়ঙ্কর নদ নদী দেখেন সমীপ ॥
অনেক তপস্বী ঋষি আছে গিরিবরে।
পর্ব্বত-গহ্বরে কেহ বৃক্ষের কোটরে ॥
তাম্রজটা গলে পাটা তেজে গ্রহরাজ।
তপ জপ সাধে নিত্য আপনার কায ॥
মেঘবর্ণ মেঘনাদ গিরি মনোহর।
দ্বিতীয় সুমেরু সম সুন্দর শিখর ॥
অতিশয় উজ্জ্বল পর্ব্বত সুশোভন।
দানব ঈশ্বর নাম বৈসে পঞ্চানন ॥
দানব নৃপতি দেশে দানব রক্ষক।
পঞ্চজনে দেখে যেন জ্বলন্ত পাবক ॥
মনুষ্য আইল দেশে এ সব দেখিয়া।
রাজার সাক্ষাতে সবে জানাইল গিয়া ॥
পঞ্চজন নর আসে সঙ্গে এক নারী।
তব যোগ্যা হয় রাজা পরম সুন্দরী ॥
আইসে লইতে রাজ্য হেন লয় চিতে।
শুনি মেঘনাদ দৈত্য সাজিল ত্বরিতে ॥
বাহিনী সহিত সাজি আইল বাহিরে।
তিন লক্ষ কিরাত ধনুক যুড়ি তীরে ॥
দানবের রূপ যেন কন্দর্প আকার।
নীলবর্ণে সাজিয়া করিল অন্ধকার ॥

যেই পথে পঞ্চ ভাই আইসে পাণ্ডব।
সেই পথ আগুলিয়া রহিল দানব ॥
অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে।
দেবতা বরিষে যেন আষাঢ় শ্রাবণে ॥
নানা বাণবৃষ্টি করে প্রচণ্ড কিরাত।
পবন রুধির নাহি দেখি দীননাথ ॥
মহাসিংহনাদ করে শব্দ বিপরীত।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ হইল বিস্মিত ॥
মেঘনাদ দৈত্য জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে।
কে তোমরা পঞ্চজন, যাবে কোথাকারে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দানব প্রধান।
চন্দ্রবংশ-সমুদ্ভব পাণ্ডুর সন্তান ॥
ভ্রাতৃভেদে মম বংশ হইল সংহার ॥
অতএব স্বর্গপথে করি অগ্রসর ॥
আশীর্ব্বাদ কর রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমার প্রসাদে দেখি প্রভু ভগবান ॥
তবে মেঘনাদ বলে শুন যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ কর পঞ্চভাই না হও অস্থির ॥
যুদ্ধ নাহি দিয়া যদি করিবা গমন।
যাইতে নারিবা স্বর্গে শুনহ রাজন্ ॥
আমার সহিত যুদ্ধে যদি পাও প্রাণ।
তবে স্বর্গপুরে তুমি করহ প্রয়াণ ॥
পৃথিবীতে শুনিয়াছি সোমবংশ হ'তে।
নিঃক্ষত্রা হইল ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন হাতে ॥
তিন কোটি কিরাত দানব তিনকোটি।
ভীমার্জ্জুন কর দেখি যুদ্ধ পরিপাটী ॥
দানবের বচনেতে হ'ল মনে দুঃখ।
পঞ্চ ভাই যান, করি উত্তরেতে মুখ ॥
দেখিল পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ।
কুপিয়া দানব হ'ল অগ্নির সমান ॥
হাতে অস্ত্র করিয়া বেড়ায় চতুর্ভিত।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী হৈল চমকিত ॥
মেঘনাদ দৈত্য বলে যাক পঞ্চ ভাই।
ইহা সবাকার ভার্য্যা আন মম ঠাঁই ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ কিছু না বলিল।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ ধরিয়া লইল ॥
দেখি বৃকোদর ধর্ম্মে বলে ডাক দিয়া।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ লইল ধরিয়া ॥
শুনিয়া চাহেন রাজা পাঞ্চালীর ভিতে।
ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর নারিল সহিতে ॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃতযোগে বাড়ে।
অশেষ প্রকারে দৈত্যগণে গালি পাড়ে ॥
গদা নাহি শালবৃক্ষ দেখি বিদ্যমান।
উপাড়িল বৃক্ষবর দিয়া এক টান ॥
নাড়া দিয়া পাতা ঝাড়ি হাতে নিল ডাল।
ক্রোধ করি ধায় বীর ক্রুদ্ধ যেন কাল ॥
প্রহার করয়ে বৃক্ষ, ডাকে হান হান।
দেখি মেঘনাদ দৈত্য হ'ল কম্পমান ॥
ভীম বলে শুনরে কিরাত দৈত্যগণ।
দ্রৌপদীরে ছাড়, যদি পাইবে জীবন ॥
ইহা বলি প্রহারিল দৈত্যের উপর।
অসংখ্য কিরাত দৈত্য গেল যমঘর ॥
অবশেষে পলাইল লইয়া জীবন।
মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দশন ॥
দেখি মেঘনাদ বলে মনে ভয় পেয়ে।
তুমি রাজ্য কর হেথা নরপতি হ'য়ে ॥
প্রাণ রক্ষা কর, হের লহ তব নারী।
এত বলি দৈত্যপতি পরিহার করি ॥
দেখি চিত্তে ক্ষমা দিল বীর বৃকোদর।
দ্রৌপদীকে ল'য়ে গেল ধর্ম্মের গোচর ॥
তুষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মরাজ ভীমে দেন কোল।
স্বর্গপথে যান রাজা মুখে হরিবোল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস দেব কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

দানবেশ্বর শিব দর্শন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দানব ঈশ্বর শিব রচিত সুবর্ণে।
নানা ধাতু বিদ্যমান শোভে প্রতি বর্ণে ॥
মস্তকে শোভিত মণি মুকুতার পাঁতি।
অন্ধকারে দীপ্ত করে যেন দিনপতি ॥

দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল ।
হংস চক্রবাক শোভে প্রফুল্ল কমল ॥
তাহা দেখি পঞ্চভাই জলেতে নামিয়া ।
করেন তর্পণ স্নান পিতৃ উদ্দেশিয়া ॥
স্নান করি কুণ্ড হ'তে উঠি ছয়জন ।
দানব ঈশ্বরে আসি করিল পূজন ॥
কেহ স্তব করে কেহ শিব সেবা করে ।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কেহ করে লুঠি শিরে ॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর ।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর ॥
এত বলি প্রণমিয়া করি জলপান ।
উত্তরমুখেতে পুনঃ করিল প্রয়াণ ॥
কতদূর যাইতে দেখেন সরোবর ।
জল দেখি তুষ্ট হন পঞ্চ সহোদর ॥
জল পান করি স্নিগ্ধ হন পঞ্চজন ।
ত্যজিলেন মেঘনাদ পর্ব্বতের বন ॥
কেদার পর্ব্বতে তবে করি আরোহণ ।
বড় সুখ পাইলেন দেখি উপবন ॥
কেদার পর্ব্বত সেই অতি সুশোভন ।
যাহাতে শুনেন কর্ণে স্বর্গের বাজন ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া ভাবিছেন হৃষীকেশ ।
পৃথিবী চাহিয়া রাজা না পান উদ্দেশ ॥
অতিশয় উচ্চ গিরি বড় ভয়ঙ্কর ।
লক্ষ গজ পরিমাণ বিস্তার উপর ॥
পর্ব্বতের চারি পাশে শোভে নানা বৃক্ষ ।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব কন্যা আছে লক্ষ লক্ষ ॥
জিনিয়া সাবিত্রী সতী সুন্দর কামিনী ।
ভ্রমর গুঞ্জরে যেন প্রফুল্ল পদ্মিনী ॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি মোহে নারীগণ ।
কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচন ॥
কোথা হৈতে আগমন যাবে কোথাকারে ।
কিবা নাম কোন্ বর্ণ কহিবা আমারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন চন্দ্রবংশেতে উৎপত্তি ।
যুধিষ্ঠির নাম মম পাণ্ডুর সন্ততি ॥
জ্ঞাতিবধ পাতকে অস্থির মম মন ।
স্বর্গে যাব কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন যেমন ॥
অতএব রাজ্য ছাড়ি যাই স্বর্গপুরে ।
এই পরিচয় কন্যে জানাই তোমারে ॥
এত শুনি পুনরপি বলে কন্যাগণ ।
পৃথিবী ছাড়িয়া যদি আইলে রাজন ॥
কি হেতু পাইয়া দুঃখ যাহ স্বর্গপুর ।
এই দেশে থাক হৈয়া রাজ্যের ঠাকুর ॥
দেখহ আমার পুরী পরম সুন্দর ।
শোক রোগ ব্যাধি জরা নাহি নৃপবর ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভা আবাস উদ্যান ।
কিন্নর নগরে রাজা হও মতিমান ॥
তিন লক্ষ কন্যা মোরা হব তব দাসী ।
করিব চামর সেবা চারি পাশে বসি ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন তখন ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় যাব অমর ভুবন ॥
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন ।
যদুবংশ লইয়া গেলেন নারায়ণ ॥
তাঁর দরশন বিনা রহিতে না পারি ।
অতএব স্বর্গে যাব দেখিতে মুরারি ॥
করিলাম সঙ্কল্প যাবৎ প্রাণ থাকে ।
না করিব রাজ্যভোগ যাব স্বর্গলোকে ॥
শুনি কন্যাগণ পুনঃ কহে যুধিষ্ঠিরে ।
কেমনে যাইবে স্বর্গে মানব-শরীরে ॥
মনুষ্য দুর্গম স্বর্গ শুন নরপতি ।
শরীর ত্যজিয়া সে গেলেন যদুপতি ॥
এই দেশে গঙ্গাতীরে থাকি কত কাল ।
দেবদেহ পেয়ে স্বর্গে যাবে মহীপাল ॥
আমাদের সঙ্গে থাক হাস্য রঙ্গ রসে ।
কতক দিবস কাল কাট অনায়াসে ॥
রাজা বলিলেন যে তোমরা মাতৃসম ।
তোমা সবাকার মায়া মনেতে দুর্গম ॥
নিষ্ঠুর শুনিয়া নিবর্ত্তিল কন্যাগণ ।
চলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন ॥
পর্ব্বত দেখেন বীর অতি মনোহর ।
বিরাজিত অর্দ্ধ অঙ্গ শঙ্করী শঙ্কর ॥
নানা রত্ন বিভূষিতা আসন গম্ভীরা ।
অন্ধকার আলো করে যেন চন্দ্র তারা ॥

তাহে বিরচিত কুণ্ড ত্রিভুবন সার।
স্ফটিক সমান শুভ্র চন্দ্রের আকার॥
কুণ্ডে নামি স্নানদান করি পঞ্চজন।
দুই কুল কৌরবের করেন তর্পণ॥
স্নান করি তিনবার প্রদক্ষিণ কৈল।
মণিময় মহেশে দেখি তুষ্ট হইল॥
বিমল ঈশ্বর শিব সাক্ষাতে দেখিয়া
প্রণাম করেন সবে অঙ্গ লোটাইয়া॥
কৃমী কীট পশু পক্ষী যদি তথা মরে।
রুদ্ররূপ ধরি তারা যায় রুদ্রপুরে॥
এ সকল তত্ত্ব শুনি লোকের বদনে।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল ছয়জনে॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর।
ভূতনাথ ভূতাধীশ তুমি ভূতেশ্বর॥
কৃত্তিবাস কালীকান্ত দেহ এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর॥
বর মাগি ছয়জন চলে তথা হৈতে।
পর্ব্বত কেদার পার হ'ল মহা শীতে॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
দুই জলাশয় তাহে দেখে সুশোভন॥
ধর্ম্মের নির্ম্মাণ তাতে প্রফুল্ল কমল।
হংস চক্রবাক ক্রীড়া করয়ে সকল॥
অপ্সরী কিন্নরী তথা নানা ক্রীড়া করে।
মুনিগণ তপ করে পর্ব্বত উপরে॥
খেলয়ে মর্কটগণ পেয়ে দিব্য শাখী।
বিবিধ বিধানে সুখ করে পশু পাখী॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার তীরে।
জল হেতু ভীমেরে পাঠান সরোবরে॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডুর তনয়॥
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আইসে স্বর্গপথে।
সমাচার জানি ধর্ম্ম আসিল ছলিতে॥
জলচর পক্ষী হৈয়া রন সরোবরে।
বসিলেন যুধিষ্ঠির পর্ব্বত উপরে।
পথশ্রমেতৃষ্ণাযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
জল হেতু চলিলেন বৃকোদর বীর॥
আজ্ঞা পেয়ে সরোবরে গেল বৃকোদর।
দেখিয়া ডাকিয়া বলে পক্ষী জলচর॥
কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য কিবা সার পথ।
কেবা সদা সুখে থাকে কহ চারি মত॥
পক্ষীর বচন ভীম না শুনিল কাণে।
শিলারূপ হইলেন জল পরশনে॥
এইরূপে অর্জ্জুন নকুল সহদেবে।
প্রশ্ন না কহিতে পারি শিলা হয় সবে॥
অবশেষে আপনি চলেন ধর্ম্ম ভূপ।
তাঁরে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন মায়া পক্ষীরূপ॥
কি বার্ত্তা আশ্চর্য্য পথ কেবা সদা সুখী।
জল খাবে পাছে অগ্রে কহ শুনি দেখি॥
ধর্ম্ম বলিলেন এই বার্ত্তা আমি জানি।
মাস বর্ষ রূপে কাল পাক করে প্রাণী॥
দিনে দিনে যমালয়ে যায় জীবগণ।
শেষের জীবন আশা আশ্চর্য্য লক্ষণ॥
শ্রুতি স্মৃতি আগম অশেষ ধর্ম্মপথ।
সেই পথ সার যেই সজ্জনের মত॥
ফল মূল শাক যেই খায় দিবাশেষে।
অপ্রবাসী অঋণী সে সদা সুখে বৈসে॥
এই সত্য চারি আমি জানি মহাশয়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট ধর্ম্ম দেন পরিচয়॥
চমৎকার হৈয়া রাজা পড়িলেন পায়।
ভ্রাতৃগণে উদ্ধারিয়া আনন্দিত কায়॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম বলিলেন তবে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তুমি একা স্বর্গে যাবে॥
আর সব জন পথে পড়িবে নিশ্চয়।
এত বলি ধর্ম্ম চলিলেন নিজালয়॥
ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

মেঘবর্ণ পর্ব্বতে পাণ্ডবদের গমন ও ভীমের হস্তে ভীষণা রাক্ষসীর মৃত্যু।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
গেলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর তনয়॥

মেঘবর্ণ নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর।
অরোহেণ পাণ্ডুপুত্র তাহার উপর॥
ছত্রিশ যোজন সেই পর্ব্বত প্রসর।
অতি অনুপম যেন সুমেরু শিখর॥
তথায় থাকিয়া মেঘ বর্ষে চারি মাস।
নানা শব্দে কোলাহল দেখিলে তরাস॥
সেইত পর্ব্বত রক্ষা করে দেবগণ।
পূর্ণচন্দ্র সদা তথা করে সুশোভন॥
মেঘগণ আছে তথা অতি ভয়ঙ্কর।
দিবা রাত্রি নাহি জানি পর্ব্বত উপর॥
পঞ্চনারী বৈসে সুখে সুবর্ণের পুরে।
কিন্নরী জিনিয়া শোভা করে অলঙ্কারে॥
যুধিষ্ঠিরে দেখি বলে নারী পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আসিয়াছ তুমি বিচক্ষণ॥
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ তুমি বুঝিনু কারণে।
বহু দুঃখ পাইয়াছ হেন লয় মনে॥
নয় কোটি কন্যা লৈয়া থাক এই ভূমি।
আপন ইচ্ছায় স্বামী করিলাম আমি॥
আমার নগর দেখ অতি রম্য পুরী।
তুমি স্বামী হইলে সেবিব কোটি নারী॥
দ্বিতীয় স্বর্গের সুখ পাইবে হেথায়।
রাজ্য কর যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রয়॥
কন্যার বচন শুনি ধর্ম্মের তনয়।
যোড়হাতে কহিছেন অতি সবিনয়॥
সঙ্কল্প করিনু আমি সবার সাক্ষাতে।
স্বর্গপুরী যাইব দেখিব জগন্নাথে॥
কলি আগমন হয় ইহার কারণ।
স্বর্গে যাই অনুজ্ঞা দিলেন নারায়ণ॥
দয়া করি মোরে বর দেহ কন্যাগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন বিষ্ণুর চরণ॥
এত বলি তথা হৈতে করিয়া গমন।
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
হেনকালে সেই পথে ভীষণা রাক্ষসী।
মুখ মেলি পর্ব্বত-শিখরে আছে বসি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য যুড়ি কায় অতি ভয়ঙ্কর।
বদন দেখিয়া ভয় করে দিবাকর॥
বিশাল রাক্ষসী পথ আগুলিয়া রহে।
বিপুল মনুষ্য দেখি খাইবারে চাহে॥
ধর্ম্ম বলিলেন হের দেখ বৃকোদর।
মুখ মেলি খেতে চায় দুষ্ট নিশাচর॥
ভয় হয় মনে, দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি দীর্ঘ কলেবর॥
কিরূপে যাইব পথে করিল আটক।
দীপ্তমান তেজ যেন জলন্ত পাবক॥
দ্রৌপদীর ভয় হৈল রাক্ষসী দেখিয়া।
ভয়েতে অর্জ্জুন বীরে ধরিল চাপিয়া॥
শঙ্খপাণি নামে মুনি বৈসে সেই বনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন তাঁর স্থানে॥
কি হেতু রাক্ষসী বাস করে স্বর্গপথে।
সর্ব্বকাল আছে, কিম্বা এল কোথা হতে॥
শুনি মুনি বলিলেন বচন গভীর।
রাক্ষসীর বিবরণ শুন যুধিষ্ঠির॥
চিত্রা নামে স্বর্গপুরে আছিল অপ্সরী।
দুর্ব্বাসা মুনির শাপে হৈল নিশাচরী॥
ক্ষুধায় না থাকে এই মায়াবী রাক্ষসী।
যারে পায় তারে খায় কিবা যোগী ঋষি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী মুনি মৃগ পক্ষী নরে।
পাইলে আনন্দ মনে সবে গ্রাস করে॥
ক্ষণেকে অপ্সরী হ'য়ে সুরে মন মোহে।
নররূপ পক্ষীরূপ ইচ্ছা হয় যাহে॥
বকাসুর নামে ছিল রাক্ষস দুরন্ত।
তাহার ভগিনী এই শুনহ তদন্ত॥
শক্তি যদি থাকে, দুষ্টে করহ সংহার।
নহে ধরি নিশাচরী করিবে আহার॥
এত শুনি বৃকোদর হৈল আগুয়ান।
দম্ভ করি কহিল রাক্ষসী বিদ্যমান॥
বকাসুর নামে যেই তোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
তারে মারিয়াছি আমি তোরে না ডরাই॥
এত বলি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ দুই ভাঙ্গিল সত্বর॥
টান দিয়া একখান মারে রাক্ষসীরে।
মুখ মেলি রাক্ষসী গিলিল কোপভরে॥

দেখি কোপে আর শৃঙ্গ মারে বৃকোদর।
লুফিয়া রাক্ষসী ধরে পর্ব্বত শিখর ॥
রক্তাক্ষি রাক্ষসী কোপে চাহে চারিপাশে।
বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে তার নাসার নিশ্বাসে ॥
ভীমের সাক্ষাতে শব্দ করে ভয়ঙ্কর।
দেবাসুর কম্পমান সিন্ধু ধরাধর ॥
রাক্ষসীর ঘোর শব্দ ঘন হুহুঙ্কার।
কোপে থর থর অঙ্গ পবনকুমার ॥
উপাড়িল সেই বৃক্ষ দিয়া এক টান।
পদভরে পর্ব্বত হইল কম্পবান ॥
ভীম বলে নিশাচরী দেখ এই বৃক্ষ।
বজ্রসম প্রহারে ভাঙ্গিব তোর বক্ষ ॥
এত বলি হাতে গাছ আসে বায়ুবেগে।
রাক্ষসী কাটিয়া পাড়ে দশনের আগে ॥
না মরে রাক্ষসী সেই নাহি ছাড়ে পথ।
দেখি ধর্ম্ম চিন্তিত হলেন মনোগত ॥
বীর বৃকোদর পুনঃ গোবিন্দ ভাবিয়া।
সুররাজ পর্ব্বত আনিল টান দিয়া ॥
ভীম বলে নিশাচরী শুন রে ভীষণা।
মনে না করিহ আর বাঁচিতে কামনা ॥
মুনি ঋষি খেয়ে তোর বেড়েছে বাসনা।
আজ যুদ্ধে দেখাইব যমের যাতনা ॥
এত বলি দুই হাতে পর্ব্বত ধরিয়া।
রাক্ষসীরে প্রহারিল হুঙ্কার ছাড়িয়া ॥
আইসে পর্ব্বত দেখি গগনের পথে।
লাফ দিয়া রাক্ষসী ধরিল বাম হাতে ॥
বলবতী নিশাচরী শঙ্করের বরে।
ফেলাইয়া দিল গিরি দক্ষিণ সাগরে ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈল ভীমবীর।
কি হবে উপায় চিন্তিলেন যুধিষ্ঠির ॥
তবে বৃকোদর বীর বিষন্ন বদনে।
ব্যাকুল হইল বীর রাক্ষসীর রণে ॥
নাহি মরে নিশাচরী নাহি ছাড়ে পথ।
মুখ মেলি গ্রাসে যেন আদিত্যের রথ ॥
মনে ভাবি ভীমসেন হইল বিস্ময়।
জনক পবনে চিন্তে সঙ্কট সময় ॥
পুত্রে পার কর পথে পিতা প্রভঞ্জন।
তোমার প্রসাদে তবে দেখি নারায়ণ ॥
এত বলি বৃকোদর ডাকিল পবনে।
ডাক দিয়া পবন বলিল ভীমসেনে ॥
শুন পুত্র বৃকোদর না হও ভাবিত।
কি কার্য্য তোমার রণে করিব বিহিত ॥
জোড়হাতে বলে ভীম বন্দিয়া চরণ।
রাক্ষসী মারিলে হয় স্বর্গ আরোহণ ॥
এই কর্ম্ম কর পিতা হর তার বল।
ঘুষিবে তোমার যশ অবনীমণ্ডল ॥
এত শুনি হাসিয়া বলিলেন পবন।
তব তেজঃ হৌক পুত্র আমার সমান ॥
বাহুবলে রাক্ষসীরে করহ সংহার।
বহু সুখে সুরপুরে কর আগুসার ॥
বৃক্ষ ল'য়ে বৃকোদর মারে মালসাট।
চালাইয়া দিল বৃক্ষ নাসিকার বাট ॥
রাক্ষসী নিস্তেজ হ'ল ভীমের প্রহারে।
লোটাইয়া পড়ে ভূমে ছটফট করে ॥
দেখিয়া হইল ভীম প্রফুল্ল অন্তর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন বুকের উপর ॥
নাসাপথে উঠে বৃক্ষ ভেদি তার মুণ্ড।
হস্ত পদ চিরিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
আকর্ষণ করি করে উপাড়িল স্তন।
বজ্র কিলে ভাঙ্গিলেন দুপাটি দশন ॥
মস্তক ঢুকায় তার পেটের ভিতরে।
গলা চাপি ধরিয়া বধিল রাক্ষসীরে ॥
মাংসপিণ্ড সম কৈল কচ্ছপের হেন।
পূর্ব্বেতে কীচক বীর বিনাশিল যেন ॥
কুষ্মাণ্ড সমান কৈল রাক্ষসীর কায়।
মহাক্রোধে পদাঘাত মরিলেক তায় ॥
ঘোর শব্দ করিয়া মরিল নিশাচরী।
আনন্দিত বৃকোদর বিক্রমে কেশরী ॥
অন্তরীক্ষে তুলে তারে বৃক্ষে জড়াইয়া।
ঘন পাক দিয়া ফেলে ভূমে আছাড়িয়া ॥
দেবাসুর নাগ নর দেখি বিস্ময়মান।
গন্ধমাদনেরে যেন লুফে হনুমান ॥

অন্তরীক্ষে শত পাক দিয়া রাক্ষসীরে।
ফেলাইয়া দিল তারে দক্ষিণ সাগরে
ভীষণা রাক্ষসী মারি ভীম মহাবীর।
শীঘ্রগতি গেল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

ভদ্রকালী পর্ব্বতে পাণ্ডবদের গমন ও হরি পর্ব্বতে দ্রৌপদীর দেহত্যাগ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলিল উত্তরমুখে ভাই পঞ্চজন॥
দেখিল অপূর্ব্ব এক পর্ব্বত উপর।
অতি অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর॥
চন্দ্র সূর্য্য স্ফটিক জিনিয়া শুভ্রকায়।
স্তব করিলেন রাজা মহেশের পায়॥
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গ আরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন॥
বহু কষ্টে রাক্ষস আশ্রম এড়াইয়া।
ভদ্রকালী নামে গিরি আরোহেণ গিয়া॥
দেখেন পর্ব্বতে উঠি পাণ্ডুর নন্দন।
সপ্তরথে সূর্য্য আদি গ্রহদেবগণ॥
তাহা দেখি ছয় জন হরিষ অন্তরে।
ভদ্রকালী দেবী দেখিলেন গিরি'পরে॥
প্রণাম করিয়া বর মাগেন যতনে।
এই বর দাও মাতা মাগি তব স্থানে॥
যুধিষ্ঠির কন দেবী কর মোরে দয়া।
কলিকালে জাগ্রতা থাকিবা মহামায়া॥
রাজা প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে।
খণ্ড খণ্ড হবে তারা তোমার খর্পরে॥
অমর নগর সম সুন্দর শোভন।
বিদ্যাধরি অপ্সরী জিনিয়া কন্যাগণ॥
লীলাবতী নামে কন্যা ভূপতি তাহাতে।
পাটে অধিকার করে পুরুষ বর্জ্জিতে॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে দেখিয়া নিজ পুরে।
অগ্র হ'য়ে কহিলেন সবার গোচরে॥

রাজ্য নিতে এল কিবা কোন নরপতি।
আমার পর্ব্বতে এল অপরূপ গতি॥
সর্ব্বকাল এই রাজ্য মম অধিকার।
যে হউক সমরে করিব মহামার॥
এত বলি হাতে অস্ত্র ধনুক লইয়া।
যুধিষ্ঠিরে রাখিল পর্ব্বতে বসাইয়া॥
কোন' নারী জিজ্ঞাসা করলি পাণ্ডবেরে।
কেবা তুমি কোথা যাবে কেন এই পুরে॥
রাজা বলে কন্যাগণ না হও অস্থির।
পৃথিবীর রাজা আমি নাম যুধিষ্ঠির॥
কি কারণে তোমা সবে ভাব অন্য কথা।
রাজ্য দেশ লইতে না আসি আমি হেথা॥
কলি আগমন হবে পৃথিবী ভুবনে।
স্বর্গে আরোহণ মোরা করি সে কারণে॥
এত শুনি কন্যাগণ চলিল ধাইয়া।
লীলাবতী রাণীকে সংবাদ দিল গিয়া॥
শুনি লীলাবতী কন্যা ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
লক্ষ নারী সাজ করে বিবিধ বিধান॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে সাজন করিয়া।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে হাসিয়া হাসিয়া॥
জিতেন্দ্রিয় রাজা তুমি মহাপুণ্যবান।
অতএব এতদূরে করিলে প্রয়াণ॥
মম ভাগ্যে আসিয়াছ আমার নগর।
আমি দাসী হব তুমি হও রাজ্যেশ্বর॥
ভদ্রকালী পর্ব্বতেতে আমি অধিকারী।
হীরা মণি মাণিক্যে মণ্ডিত মম পুরী॥
যাবৎ থাকিবা ভদ্রকালীর পর্ব্বতে।
তাবৎ থাকিব রাজা তোমার সহিতে॥
জরা মৃত্যু ব্যাধি ভয় নাহি কোন পীড়া।
স্বর্গ হ'তে এ স্থানে আনন্দ পাবে বাড়া॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন লীলাবতী।
নিঃশত্রু করিয়া আমি ছাড়িলাম ক্ষিতি॥
কলি আগমনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
রাজ্য ত্যজি কর গিয়া স্বর্গ আরোহণ॥
করেছি সঙ্কল্প আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
রাজ্য না করিব, যাব অমর নগর॥

পৃষ্ঠা—৮৮৮]

দ্রৌপদীর দেহত্যাগ।

অতএব ক্ষমা মোরে দাও কন্যাগণ।
সুরপুরী যাব আমি যথা নারায়ণ ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির চরিত্র দেখিয়া।
পুনরপি কহে কন্যা ঈষৎ হাসিয়া ॥
বুদ্ধি নাহি কিছু তব ধর্ম্মের নন্দন।
কি সুখ পাইবা স্বর্গে দেখি নারায়ণ ॥
আমাদের সঙ্গে তুমি থাক নিরন্তর।
স্বর্গের অধিক ফল পাবে অতঃপর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে।
অন্য সুখ নাহি ভাল লাগে মোর চিতে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মরি শুন কন্যাগণ।
অতএব যাব আমি অমর ভুবন ॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারীগণ।
বাহুড়িয়া নিবর্ত্তিয়া গেল সর্ব্বজন ॥
লীলাবতী কন্যা গেল পেয়ে মনোদুঃখ।
পঞ্চ ভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখ ॥
কত দূরে দেখিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ভদ্রেশ্বর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন ॥
ত্রৈলোক্য বিখ্যাত শিব অতি মনোহর।
নানা রত্নে বিরচিত প্রবাল প্রস্তর ॥
তাহা দেখি পাণ্ডবের হরষিত মন।
পঞ্চ ভাই করিলেন প্রণাম স্তবন ॥
স্নানদান করি সবে ফল পুষ্প লৈয়া।
পূজা করি স্তব করে চৌদিক বেড়িয়া ॥
বর মাগিলেন অতি মনের কৌতুকে।
করিলেন যাত্রা সবে উত্তরাভিমুখে ॥
হরিনাম পর্ব্বতে করেন আরোহণ।
দেখেন পর্ব্বতে মণি মাণিক্য রতন ॥
ঐরাবত নামে হস্তী ফিরে পালে পালে।
দেব যক্ষ মরে, অঙ্গ হিমেতে ভেদিলে ॥
মহাহিমে শীত ভেদি যায় কত দূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চূর ॥
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পর্ব্বত উপর ॥
অন্তকাল জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ।
স্বামীগণ মুখ চাহি ত্যজিল জীবন ॥
পাঞ্চালীর পতন পর্ব্বত হরিনামে।
অগ্রগামী রাজা না জানেন কোন ক্রমে ॥
পাছে বৃকোদর পার্থ দেখি বিপরীত।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠিরে বলেন ত্বরিত ॥
পাঞ্চালী পড়িয়া পথে ত্যজিল শরীর।
শুনি তবে আকুল হৈলেন যুধিষ্ঠির ॥
মহাভারতের কথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবদের বিলাপ।

যুধিষ্ঠির নৃপমণি, কোলে লৈয়া যাজ্ঞসেনী,
কান্দিছেন সকরুণ ভাষে।
শোক দুঃখে অচেতন, আর ভাই চারিজন,
অশ্রুমুখে বৈসে চারিপাশে ॥
দ্রৌপদীর মুখ চেয়ে, কান্দিছেন বিলাপিয়ে,
কোথা গেলে দ্রুপদনন্দিনী।
অজ্ঞাতে তোমার তরে, বধিনু কীচক বীরে,
তুমি পাণ্ডবের ধন মানি ॥
যেকালে দ্রুপদরাজে, পণ কৈল সভামাঝে,
রাধাচক্র বিন্ধিতে যে পারে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা, ত্রিভুবনে সেই ধন্যা,
সম্প্রদান করিবে তাহারে ॥
প্রতিজ্ঞা বচন শুনি, এক লক্ষ নৃপমণি,
হুড়াহুড়ি বিন্ধিবার তরে।
দুর্জ্জয় ধনুক ধরে, গুণ দিতে নাহি পারে,
তবু বাঞ্ছা পাইতে তোমারে ॥
রক্ত উঠে কার মুখে, কার হস্ত ঘাড় বাঁকে,
না পারিয়া ক্ষমা দিল সবে।
চারিবর্ণে যে বিন্ধিবে, তারে রাজকন্যা দিবে,
দ্রুপদ কহিল ডাকি তবে ॥
তোমা জিনি পঞ্চ ভাই, গেলাম জননী ঠাঁই,
ভিক্ষা বলি মায়ে বলা গেল।
না দেখিয়া না শুনিয়া, জননী হরিষ হৈয়া,
বাটি খাও পঞ্চজনে কৈল ॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণে, বিভা কৈনু পঞ্চজনে,
লক্ষ্মীরূপা সুন্দরী পাঞ্চালী।

দ্বাদশ বৎসর ব'নে, তুষিলে ব্রাহ্মণগণে,
পর্ব্বতে পড়িলে অঙ্গ ঢালি ॥
মর্ত্ত্যে করিলাম পাপ, তেঁই এত পাইতাপ,
কেন তুমি পড়িলে পর্ব্বতে।
কেমনে যাইব পথে, কান্দেন ভূপতি চিতে,
নাহি কেহ প্রবোধ করিতে ॥
কান্দি ভীম ধনঞ্জয়, যমজ সোদরদ্বয়,
শোকাকুল করে হাহাকার।
বিস্তর বিলাপ করি, বলে পুনঃ হরি হরি,
অগ্রে হৈল মরণ তোমার ॥
আমাদের সঙ্গ ছাড়ি; পর্ব্বতে রহিলা পড়ি,
তোমা এড়ি যাইব কিমতে।
এতেক ভাবিয়া সবে, কিছু শান্ত হৈয়া তবে,
প্রিয়বাক্য কহে ধর্ম্মসুতে ॥
এই হেতু দেশে পূর্ব্বে,রহিতে বলিতে সর্ব্বে,
দৃঢ় করি না ছাড়িলে সঙ্গ।
তোমা হেন নারী বিনে,শূন্যদেখি রাত্রিদিনে,
বিধাতা করিল সুখ ভঙ্গ ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
হয় দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের প্রশ্ন।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
তবে কতক্ষণে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
দ্রৌপদীরে বেড়িয়া বৈসেন পঞ্চজন।
ধর্ম্মরাজ বলিলেন গদগদ বচন ॥
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিতে না পারি।
হায় প্রিয়ে মোরে ছাড়ি গেলে কোন পুরী ॥
পড়িয়া রহিলে কেন পর্ব্বত উপরে।
তোমার শয়নে মম পরাণ বিদরে।
উত্তর না দেহ কেন স্বামী পঞ্চজনে।
সঙ্গ ছাড়ি কেমনে রহিলে মহাবনে ॥
কপট পাশায় আমি করিলাম পণ।
তব অপমান কৈল দুষ্ট দুঃশাসন ॥
তোমার কারণে ভীম প্রতিজ্ঞা করিল।
দুঃশাসনের বক্ষ চিরি রক্তপান কৈল ॥
উরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
নিঃক্ষত্রা হইল ক্ষিতি তোমার কারণ ॥
তোমা হেতু জয়দ্রথ পায় অপমান।
গোবিন্দের প্রিয় তুমি পাণ্ডবের প্রাণ ॥
তোমার বিহনে দিনে দেখি অন্ধকার।
এত শুনি কান্দে রাজা চক্ষে জলধার ॥
বৃকোদর বলিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কোন্‌পাপে পর্ব্বতে পড়িল যাজ্ঞসেনী ॥
পতিব্রতা হৈয়া স্বর্গে নাহি গেলে কেনে।
এত শুনি শ্রীধর্ম্ম বলেন ভীমসেনে ॥
দ্রৌপদীর পাপ শুন কহি যে তোমারে।
আমা হৈতে বড় স্নেহ ছিল পার্থ বীরে ॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এই ঠাঁই।
জানাই বৃত্তান্ত শুন বৃকোদর ভাই ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে সদা জ্বলিছে আগুনি।
ঘৃতাহুতি তাহাতে হৈল যাজ্ঞসেনী ॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কর্ণপথে পান কৈলে খণ্ডে মনক্ষুধা ॥
কাশীরাম দাস প্রভু নীল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজানুজ সম্মুখে গরুড় ॥

পাণ্ডবদের বদরিকাশ্রমে গমন ও সহদেবের মৃত্যু ও যুধিষ্ঠিরের শোক।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
দ্রৌপদীরে তেয়াগিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
শোক মোহ কাম ক্রোধ লোভ আদি ছাড়ি।
পঞ্চ ভাই গঙ্গাতীরে যান স্বর্গপুরী ॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
তাম্রচূড় গিরি করিলেন আরোহণ ॥
পর্ব্বত দেখিয়া সুখী পাণ্ডুর তনয়।
শঙ্খনাদে পূরিল সর্ব্বত্র জয় জয় ॥
আকাশ পরশে চূড়া অতি ভয়ঙ্কর।
সপ্ত অশ্ব রথে যায় দেবতা ভাস্কর ॥

কালচক্র ফিরে সদা আপনার কাছে।
বৃক্ষ লতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে ॥
পাপিষ্ঠ পরাণী যদি তথা গতি করে।
আরোহণ মাত্রে সেইক্ষণে পুড়ে মরে ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ভাই পঞ্চজন।
কালাগ্নি রুদ্রের পুরী ভয়ঙ্কর বন ॥
অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তাঁর।
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
আছেন ঈশ্বর তথা দশমূর্ত্তি ধরি।
দ্বারে থাকি পঞ্চ ভাই নমস্কার করি ॥
স্তব করি বর পেয়ে করিল গমন।
ক্রৌঞ্চ নামে পর্ব্বতে করিল আরোহণ ॥
ক্রৌঞ্চের নির্ম্মাণ পুরী অতিশয় শোভা।
ইন্দ্রের খাণ্ডব জিনি কনকের প্রভা ॥
স্বর্গ হৈতে নামে তাতে গঙ্গা সরস্বতী।
হংস চক্রবাক জলে চরে হৃষ্টমতি ॥
সুবর্ণের পাখা পক্ষী আছে বহুতর।
জল স্থল আবাস উদ্যান মনোহর ॥
নির্ম্মল উজ্জ্বল জল স্ফটিক আকার।
তীরে তপ করে মুনি জ্ঞান অনুসার ॥
দেখিয়া হরিষ বড় পাণ্ডু-পুত্রগণ।
স্বর্গের মণ্ডপ তথা দেখি বিচক্ষণ ॥
অতি অপরূপ পুরী প্রাসাদ মন্দির।
অন্ধকারে আলো করে জিনিয়া মিহির ॥
পুষ্করাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ ভিতর।
তাঁর পূজা করে দেব দানব-ঈশ্বর ॥
কিন্নরের রাজপুরী অতি অনুপম।
স্থাপিয়াছে দেব-দেব মহাদেব নাম ॥
বীণা বংশী বাজে কেহ গায় শিবগীত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সবে আনন্দিত ॥
চারিপাশে স্তুতি করে নাচয়ে নর্ত্তকী।
অন্য জাতি নারী নাহি সকল ব্রাহ্মণী ॥
কেহ গন্ধ চুয়া দেয় পুষ্প পারিজাত।
বিল্বপত্রে গালবাদ্যে পূজে বিশ্বনাথ ॥
স্তবপাঠ করে কেহ শিবের সাক্ষাতে।
একপদে স্তব কেহ করে যোড়হাতে ॥

সেবিলে সকল পাপ হয় তার ক্ষয়।
অনেক তপস্বী ঋষি করয়ে আশ্রয় ॥
নিরবধি সবে সেবে শিবের চরণ।
অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগপরায়ণ ॥
দেখি পঞ্চভাই করিলেন স্নানদান।
লোভ মোহ ছাড়িয়া পাইল দিব্যজ্ঞান ॥
স্নান করি পাণ্ডব হইল কুতূহলী।
পিতৃলোকে উদ্দেশিয়া দেন জলাঞ্জলি ॥
প্রবেশ করেন সবে মণ্ডপ ভিতরে।
বিবিমতে পঞ্চভাই পূজিল শঙ্করে ॥
করযোড়ে প্রভু রুদ্রে মাগিলেন বর।
পুনঃ জন্ম নাহি হয় মর্ত্ত্যের ভিতর ॥
এত বলি প্রণমিয়া যান তথা হৈতে।
দেবপুষ্প পড়ে আসি ভূপতির মাথে ॥
দেখিয়া তপস্বিগণ প্রফুল্ল অন্তরে।
আদর করিল বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
এই তীর্থে থাক রাজা মোসবার সঙ্গে।
কোথাকারে কোন্ হেতু যাবে কোন্ ভাগে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন হাসিয়া।
নিষ্কণ্টক নিজ রাজ্য, সকলি ত্যজিয়া ॥
সঙ্কল্প করেছি আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
স্বর্গপুরে যাইব দেখিব দামোদর ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে সব মুনিগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন দেব নারায়ণ ॥
এত শুনি বলে তারে ক্রৌঞ্চ মুনিবর।
তব তুল্য রাজা নাহি অবনী ভিতর ॥
সমস্ত ত্যজিয়া যাহ স্বর্গের বসতি।
দেখিয়া গোবিন্দ-পদ পাবে দিব্যগতি ॥
তাঁরে নমস্কার করি ধর্ম্মের নন্দন।
উত্তরমুখেতে যাত্রা করেন তখন ॥
বদরিকাশ্রমে দেখি জাহ্নবীর কূলে।
বদরিক বৃক্ষ তথা শোভে ফল ফুলে ॥
অমৃত জিনিয়া স্বাদু পিক নাদে ডালে।
জরা মৃত্যু ভয় নাহি তথায় থাকিলে ॥
দুর্ব্বাসার বরে বৃক্ষ অক্ষয় অব্যয়।
নানা বর্ণে নানা স্থল দিব্য দেবালয় ॥

করয়ে তপস্যা তীরে কত শত মুনি ।
তরঙ্গ নির্ম্মল বহে গঙ্গা মন্দাকিনী ॥
দুর্ব্বাসা গৌতম ভরদ্বাজ পরাশর ।
অশ্বত্থামা আঙ্গিরস আর সোমেশ্বর ॥
ঋষিগণ বলে তবে রাজাকে দেখিয়া ।
হেথায় থাকহ রাজা আমা সবা লৈয়া ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব এথা আছে শত শত ।
পঞ্চভাই থাক সুখে সবার সহিত ।
অশ্বত্থামা আসিয়া মিলিল পঞ্চজনে ।
পূর্ব্ব শোক স্মরিয়া কান্দয়ে দুঃখমনে ॥
অশ্বত্থামা বলে থাক বদরিকাশ্রমে ।
পাপ মুক্ত হৈয়া, হরি পাবে পরিণামে ॥
এতেক শুনিয়া বলিলেন যুধিষ্ঠির ।
না করিব স্থিতি মোরা থাকিতে শরীর ॥
সঙ্কল্প করিনু আমি কৃষ্ণের সাক্ষাতে ।
যাইব অমরপুরে সুমেরু পর্ব্বতে ॥
সঙ্কল্প লঙ্ঘিলে হয় ব্রহ্মবধ ভয় ।
অতএব কহি শুন তপস্বী-তনয় ॥
যে হোক সে হোক, থাকে যায় বা জীবন ।
যাইব বৈকুণ্ঠপুরী যথা নারায়ণ ॥
অশ্বত্থামা বলে কোথা দ্রুপদ-নন্দিনী ।
যুধিষ্ঠির কহিলেন ত্যজিল পরাণী ॥
শুনি হাহাকার করি কান্দে দ্রোণসুত ।
হাহা কৃষ্ণা সুবদনী রূপ গুণযুত ॥
তবে গুরুপুত্রে বন্দিলেন সর্ব্বজন ।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন ॥
কতদূরে গঙ্গাতীরে দেখে নৃপবর ।
পর্ব্বত রৈবত নামে অতি মনোহর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য দুর্ল্লভ বিচিত্র উপবন ।
অরোহেণ সে পর্ব্বতে ভাই পঞ্চজন ॥
রেবা নামে পুণ্য নদী পর্ব্বত উপর ।
অতি সুনির্ম্মল জল শোভে মনোহর ॥
তীরে রেবানাথ বিষ্ণুমূর্ত্তি চতুর্ভুজ ।
প্রণমেন যুধিষ্ঠির সহিত অনুজ ॥
মণি মরকত পুরী অতি শোভা করে ।
চৌরশী যোজন তার উপরে বিস্তারে ॥

বৃক্ষে অন্ধকার নাহি জানি দিবারাতি ।
তিন লক্ষ কিরাত কুৎসিত মূর্ত্তি অতি ॥
নানাবর্ণে অস্ত্র ধরে প্রচণ্ড কিরণ ।
মণি রত্নে বিভূষিত লোহিত বরণ ॥
পিষ্কন গাছের ছাল তাম্রবর্ণ কেশ ।
কর্ণে রামকড়ি সাজে ভয়ঙ্কর বেশ ॥
কেহ মালসাট মারে কেহ দেয় লম্ফ ।
কেহ অন্তরীক্ষে কেহ জলে দেয় ঝম্ফ ॥
বাণ বৃষ্টি করিয়া করিল অন্ধকার ।
ভাবেন না দেখি পথ পাণ্ডুর কুমার ॥
মহাহিমে কাঁপে তনু পায়ে বাজে শীলা ।
বিষণ্ণ হইয়া তবে ভাবিতে লাগিলা ॥
তিন লক্ষ কিরাত করিল বানবৃষ্টি ।
প্রলয়কালেতে যেন সংহারিতে সৃষ্টি ॥
সাত্যবাদী পাণ্ডুপুত্র গোবিন্দ সহায় ।
একগুটি বাণ তার না লাগিল গায় ॥
দেখিয়া কিরাতগণ অদ্ভুত মানিল ।
এড়িয়া ধনুক বাণ নমস্কার কৈল ॥
জিজ্ঞাসিল তোমা সবে কোন মহাজন ।
কিবা নাম কোথা ধাম কোথায় গমন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন পরিচয় ।
চন্দ্রবংশে জন্ম মম পাণ্ডুর তনয় ॥
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন ।
স্বর্গপুরে যাই মোরা তথির কারণ ॥
রাজার বচনে বলে কিরাত প্রধান ।
এই দেশে রাজা হও তুমি পুণ্যবান ॥
স্বর্গসুখ পাবে তুমি এস্থানে রাজন ।
নিরন্তর তোমারে সেবিবে দেবগণ ॥
তা সবারে মৃদুভাষে বিদায় করিয়া ।
স্বর্গপথে যান রাজা গোবিন্দ স্মরিয়া ॥
যাইতে পর্ব্বত মধ্যে দেখেন রাজন ।
করয়ে শিবের সেবা কিরাত ব্রাহ্মণ ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া ভাবিলেন মনে মন ।
বর মাগি লইল শঙ্করে পঞ্চজন ॥
মহাশীতে হিমে ভেদি যান কতদূর ।
সহদেব বীর পড়ি অঙ্গ হৈল চুর ॥

অন্তকাল জানিয়া চিন্তিল নারায়ণ ।
অবাক হইয়া পড়ি ছাড়িল জীবন ॥
যুধিষ্ঠিরে শুনাইল বৃকোদর ধীর ।
পর্ব্বতে ত্যজিল প্রাণ সহদেব বীর ॥
পড়িল কনিষ্ঠ ভাই শুনহ রাজন ।
দেখি শোকে কান্দিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
কোথাকারে গেল ভাই পরাণ আমার ।
জ্যোতিষ শাস্ত্রের গুরু বুদ্ধির আধার ॥
আমাদিকে ছাড়ি ভাই গেলে কোথাকারে ।
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি জিজ্ঞাসিব কারে ॥
পরম পণ্ডিত ভাই মন্ত্রী চূড়ামণি ।
যার বুদ্ধে রাজ্য পাই কুরুগণে জিনি ॥
এত বলি পড়িলেন আছাড় খাইয়া ।
হায় সহদেব বলি ভূমে লোটাইয়া ॥
ভারত সমরে জয় কৈলা কুরুগণে ।
শকুনিরে সংহারিলা সবা বিদ্যমানে ॥
দিগ্বিজয় করিয়া করিলে মহাক্রতু ।
মোরে এড়ি পর্ব্বতে পড়িলা কোন হেতু ॥
বিষম সঙ্কটে বনে পাইয়াছ ত্রাণ ।
পর্ব্বতে পড়িয়া ভাই হারাইলে প্রাণ ॥
জননী কুন্তীর তুমি বড় প্রিয়তর ।
হেন ভাই পর্ব্বতে রহিলা একেশ্বর ॥
ধবল পর্ব্বতে কৃষ্ণা কৃষ্ণ বিষ্ণুলোকে ।
কে জানিবে মম দুঃখ কহিব কাহাকে ॥
দশদিক অন্ধকার দেখেন নয়নে ।
স্থিরচিত্ত নৃপতির হৈল কতক্ষণে ॥
ভীম জিজ্ঞাসেন রাজা কহিবে আমাতে ।
কোন পাপে সহদেব পড়িল পর্ব্বতে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন সাবধান ।
সহদেব জ্ঞাত ভূত ভাবি বর্ত্তমান ॥
পাশাতে আমারে আহ্বানিল দুর্য্যোধন ।
বিদ্যমান ছিল ভাই মাদ্রীর নন্দন ॥
হারিব জিনিব সেই ভাল তাহা জানে ।
জানিয়া আমারে না করিল নিবারণে ॥
বারণাবতেতে যবে দিল পাঠাইয়া ।
আমাদিগে কপটে মারিতে পোড়াইয়া ॥
জানিয়া না বলিলেক কুলের বিনাশ ।
অধর্ম্ম হইল তেঁই পাপের প্রকাশ ॥
এই পাপে যাইতে নারিল স্বর্গপুরে ।
শুন বৃকোদর ভাই জানাই তোমারে ॥
এত বলি যান রাজা করিয়া ক্রন্দন ।
ভীমার্জ্জুন নকুল পশ্চাতে তিনজন ॥
পথমধ্যে সরোবর দেখি বিদ্যমান ।
যুধিষ্ঠির তা'তে করিলেন স্নানদান ॥
দেব ঋষি পিতৃলোকে করিয়া তর্পণ ।
শুচি হৈয়া করিলেন স্বর্গ আরোহণ ॥
সহদেব দ্রৌপদী চলিল স্বর্গপুরে ।
ভেটিল গোবিন্দে অতি সানন্দ অন্তরে ॥
জ্ঞাতি গোত্রগণ সঙ্গে হইল মিলন ।
যুধিষ্ঠির পথ চাহি আছে সর্ব্বজন ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

চন্দ্রকালী পর্ব্বতে নকুলের ও নন্দিঘোষ পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দেহত্যাগ ।

মুনি বলে কহি শুন নৃপ জন্মেজয় ।
চলিল উত্তরমুখে পাণ্ডুর তনয় ॥
যাইতে উত্তরমুখে দেখেন রাজন ।
সরোবর তীরে লিঙ্গ অতি সুশোভন ॥
গঙ্গার সদৃশ দেখি সুনির্ম্মল জল ।
কোকনদ প্রফুল্ল সহস্র শতদল ॥
সরোবর আছে শত যোজন বিস্তার ।
জল দেখি নৃপতির আনন্দ অপার ॥
মৃগ পক্ষী হংস চক্র বিহরে বিস্তর ।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বনে জলে জলচর ॥
অপরূপ দেবের দুর্ল্লভ সেই স্থান ।
বসন্তে পবন মত্ত কোকিলের গান ॥
পদ্মে আচ্ছাদিত সব নাহি দেখি নীর ।
নিত্য স্নান হয় যাতে সদা ইন্দ্রাণীর ॥
সেই সরোবরে স্নান করি চারিজন ।
শোক দুঃখ ছাড়ি কিছু স্থির হৈল মন ॥

তাহার পশ্চিমে গিরি চন্দ্রকালী নাম।
স্ফটিক নির্ম্মল দীপ্ত চন্দ্রের সমান॥
ভুবনের সার সে পর্ব্বত সুশোভন।
তাহাতে পাণ্ডব করিল অরোহণ॥
হিমে অঙ্গ জ্বর জ্বর গিয়া হিমালয়।
তাহে উঠি পাণ্ডব করেন জয় জয়॥
ধীরে ধীরে যান হিমে পদ নাহি চলে।
ঋষি মুনি তপস্বী দেখেন গঙ্গাকূলে॥
ষোড়শ সহস্র লিঙ্গ দেখি পঞ্চানন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করেন চারিজন॥
বিচিত্র মণ্ডপ নানা দেবের আবাস।
ঋষি মুনি জপ তপ করে চারি পাশ॥
নৃসিংহের মূর্ত্তি দেখি পর্ব্বত উপরে।
দেবকন্যাগণ তাতে নিত্য পূজা করে॥
চারি ভাই প্রণাম করেন তাঁর পায়।
নৃসিংহ উদ্ধার কর ঘন বলে রায়॥
হিরণ্যকশিপু মারি রাখিলা প্রহ্লাদ।
স্বর্গপথে পাণ্ডবে রাখিবা অপ্রমাদ॥
অভয় নৃসিংহ নাম যে করে স্মরণ।
জলে স্থলে ভয় তার নাহি কদাচন॥
এত বলি বর মাগি নৃসিংহের ঠাঁই।
বিষাদ সন্তাপ তাপে যান চারি ভাই॥
কতদূরে দেখিলেন গিরি মনোহর।
নানা ধাতু বিরচিত প্রবাল পাথর॥
পশ্চাৎ করিয়া গিরি চলেন উত্তরে।
হিমেতে মন্থর পদ চলিতে না পারে॥
নকুলের অঙ্গে পড়ে শোণিত বহিয়া।
পর্ব্বতে পড়িল বীর আছাড় খাইয়া॥
গোবিন্দ চিন্তিয়া চিত্তে ত্যজিল পরাণ।
স্বর্গপুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
ধর্ম্মেরে কহিল তবে ভীম মহামতি।
পড়িল নকুল বীর শুন নরপতি॥
পাছে দেখি ধর্ম্মরাজ ভাবিলেন চিতে।
ছয় জন মধ্যে তিন রহিল পর্ব্বতে॥
তিনলোকে দুর্জ্জয় নকুল মহাবীর।
যাহার সংগ্রামে দেবাসুর নহে স্থির॥
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত উপরে।
কোন সুখে কি বলিয়া যাব স্বর্গপুরে॥
তাপের উপরে তাপ শোকে মহাশোক।
কাহারে কহিব দুঃখ হরি পরলোক॥
যাম্যদিক যেই ভাই জিনিল সকলে।
যজ্ঞ করিবার কালে ধন আনি দিলে॥
স্বর্গ নাহি গেলা ভাই পড়িলে পর্ব্বতে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কিমতে॥
কান্দি জিজ্ঞাসেন ভীম নৃপতির স্থানে।
কোন পাপে নকুল পড়িল এইখানে॥
যুধিষ্ঠির কন শুন ভাই, বৃকোদর।
কুরুক্ষেত্রে হয় যবে ভারত সমর॥
কর্ণের সমর হৈল আমার সহিতে।
সেই কালে নকুল আছিল মম ভিতে॥
কর্ণের সংগ্রামে যবে মম বল টুটে।
সহায় না হৈল সেই বিষম সঙ্কটে॥
যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে।
এই পাপে পর্ব্বতে পড়িল পরিণামে॥
কতদূরে মহাহিমে যান তিন জন।
নন্দীঘোষ গিরি করিলেন আরোহণ॥
পদ্মরাগে বিরাজিত গিরি মনোহর।
নানা জাতি নর নারী পরম সুন্দর॥
মণি বিভূষিত যত দেবের বসতি।
সে বনেতে অক্ষয় অব্যয় হয় গতি॥
তিন ভাই করি তথা গোবিন্দ-পূজন।
যোড়হাতে করিলেন কৃষ্ণের স্তবন॥
ভক্তিভাবে স্তুতি করে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
জলপান ক'রে যান হ'য়ে কুতূহলী॥
ভয়ঙ্কর নন্দীঘোষ পর্ব্বত বিশাল।
হিমাগমে মহাশীত বহে সর্ব্বকাল॥
পশু পক্ষী গাছ লতা নাহি সেই দেশে।
হিমের প্রতাপে নাশ হ'য়েছে বিশেষে॥
হিম ভেদি অর্জ্জুনের হরিল যে জ্ঞান।
গোবিন্দ ভাবিয়া চিত্তে ত্যজিলেন প্রাণ॥
দেবাসুরে দুর্জ্জয় সে পার্থ মহাবীর।
পতনে পর্ব্বতে কম্প পৃথিবী অস্থির॥

উল্কাপাত ঘোর বহে প্রলয়ের ঝড়।
ভল্লুকাদি বরাহ গণ্ডার আদি ঘোড় ॥
ভীমসেন বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পর্ব্বতে পড়িয়া পার্থ ত্যজিল জীবন ॥
যার পরাক্রমে যক্ষ নর নহে স্থির।
হেন ভাই পড়ে শুন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
প্রাণ দিল নন্দীঘোষ পর্ব্বত উপরে।
এত বলি বৃকোদর কান্দে হাহাকারে ॥
চমৎকার চিত্ত হৈয়া চান ধর্ম্মরাজ।
না চলে চরণ চক্ষে নাহি দেখে কাজ ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

ভীমের বচন শুনি, শোকে ধর্ম্ম নৃপমণি,
কান্দিছেন বিলাপ করিয়া।
হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় মারিয়া বুকে,
পর্ব্বতে পড়েন লোটাইয়া ॥
হায় পার্থ মহাবল, পাণ্ডবের বুদ্ধি বল,
পর্ব্বতে পড়িলা কি কারণে।
স্বর্গপুরে আরোহণ, না হইল বিচক্ষণ,
প্রাণ দিব তোমার বিহনে ॥
ত্রিভুবন কৈলে জয়, মহাবীর ধনঞ্জয়,
নররূপে বিষ্ণু অবতার।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, কৌরববাহিনী জিনি
মোরে দিলা রাজ্য অধিকার ॥
রাজসূয় যজ্ঞকালে, জিনি নিজ বাহুবলে,
করিলা উত্তর দিক জয়।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়া, সুরাসুর পুরী গিয়া,
নিমন্ত্রিয়া আনিলা সবায় ॥
স্বর্গে যত দেবগণ, হইয়া সাদর মন,
দিল অস্ত্র মন্ত্রের সহিত।
তাহাতে সর্ব্বত্র জয়, করিলে শত্রুর ক্ষয়,
তব তুল্য নাহি পৃথিবীতে।

(লঘু ত্রিপদী)

প্রবেশি কাননে, দেব পঞ্চাননে,
তুষিলা বাহুযুদ্ধেতে।
মারিলা অজস্র, কিরাত সহস্র,
একা তুমি কাননেতে ॥
অমর সোসর, জিনিলে শঙ্কর,
ম্লেচ্ছ কিরাতের দেশ।
হৈয়া হৃষ্টচিত্ত, অস্ত্র পাশুপত,
দিলা প্রভু ব্যোমকেশ ॥
কালকেয় আদি, যত সুরবাদী,
হেলায় করিলা নাশ।
যত দেবচয়, করিলা অভয়,
পূরাইয়া অভিলাষ ॥
তাহে দেব অস্ত্র, পাইলা সমস্ত,
তোমার অজেয় নাই।
আর ধনুঃশর, দিলা বৈশ্বানর,
খাণ্ডব দহিলে ভাই ॥
জিনি দেবগণ, দৈত্য অগণন,
অগ্নিরে সন্তোষ কৈলে।
ছাড়ি যাও তুমি, কিসে জীব আমি,
প্রাণ দিব শোকানলে ॥
প্রাণাধিক বীর, ত্যজিলে শরীর,
নন্দীঘোষ গিরিবরে।
আমি পুনর্ব্বার, না দেখিব আর,
পড়িনু শোকসাগরে ॥
ভারত সমরে, কর্ণ মহাবীরে,
বিনাশিলে ভীষ্ম দ্রোণে।
যাহার সহায়, যার ভরসায়,
প্রবল কৌরবগণে ॥
তুমি মম প্রাণ, বীরের প্রধান,
সব শূন্য তোমা বিনে।
মহাবীর তুমি, ঘন ডাকি আমি,
উত্তর না দেহ কেনে ॥
নিদ্রা যাহ সুখে, আমি মরি শোকে,
উঠিয়া উত্তর দেহ।

কুরুগণে জিনি, লহ রাজধানী,
তাহার যুকতি কহ ॥
রাজা ভূমে পড়ি, যান গড়াগড়ি,
না বান্ধেন কেশপাশ।
ভারত সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

সোমেশ্বর পর্ব্বতে ভীমের তনুত্যাগ ও
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবীর।
অর্জ্জুনের শোকেতে কান্দেন যুধিষ্ঠির ॥
বৃকোদর বলিলেন ধর্ম্ম অধিপতি।
কোন্ পাপে পড়িল অর্জ্জুন মহামতি ॥
ভূপতি বলেন শুন পবন-তনয়।
আমা হৈতে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয় ॥
সবে হেয় জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থবীর পড়িল পর্ব্বতে ॥
এত বলি দুইজনে বিষণ্ণ বদনে।
চলেন উত্তরমুখে চিন্তি নারায়ণে ॥
বৃকোদর বলে তবে হইয়া আকুল।
চল রাজা দুইজনে যাই সুরকুল ॥
এত বলি গঙ্গাতীরে যান দুইজন।
চারি ক্রোশ হৈতে শুনি স্বর্গের বাজন ॥
উঠেন পর্ব্বতে দুই পাণ্ডুর নন্দন।
ছয় জন মধ্যেতে আছেন দুইজন ॥
শতেক যোজন সেই প্রমাণে উত্থিত।
বিবিধ বৃক্ষের মূল রতনে মণ্ডিত ॥
হিমাগম সুশীতল অতি অনুপম।
তার তলে দুই ভাই করেন বিশ্রাম ॥
কতক্ষণ বসি পুনঃ করেন গমন।
যাইতে দেখেন রাজা নদী সুশোভন ॥
রেবানামে নদী সেই পাপ বিনাশিনী।
স্বর্গ হৈতে নামে তাহে ত্রিপথগামিনী ॥
নানা রত্নে বিরচিত দুই কূল তার।
দেখিতে সুন্দর নদী মহিমা অপার ॥
নানারত্ন গিরিবর দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণের শৃঙ্গ মণি মাণিক্য পাথর ॥
অতিশয় অপূর্ব্ব পর্ব্বত সুশোভন।
চন্দ্র সূর্য্য সমাগম গ্রহ তারাগণ ॥
সঙ্কল্প করিয়া রাজা যান একচিত্তে।
না জানেন ভূমণ্ডল আছে কোন্ ভিতে ॥
তার জলে নরপতি করেন তর্পণ।
তুষ্ট হ'য়ে পঞ্চাননে করেন পূজন ॥
পুণ্য হেতু চলিলেন স্বর্গের উপর।
দর্শন করেন রাজা শিব সোমেশ্বর ॥
কীট পক্ষী কৃমি আদি তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ হৈয়া তারা যায় স্বর্গপুরে ॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব তথা গান করে নিত্য।
সহস্রেক সোমকন্যা করে বাদ্য নৃত্য ॥
সোমেশ্বর পূজিয়া করিল নমস্কার।
বর চান মর্ত্ত্যে, জন্ম না হোক আমার ॥
এত বলি স্তুতি করি আর প্রণিপাত।
শিবের প্রসাদে পুষ্প পান পারিজাত ॥
পুষ্পমালা অঙ্গে শোভা পাইল রাজার।
হরষিত নারীগণ জয় জয়কার ॥
প্রশংসা করিয়া কহে সোমকন্যাগণ।
সুললিত স্বরে কহে মধুর বচন ॥
পুণ্য হেতু ভূপতি আইলা এত দূরে।
এক বোল বলি রাজা শিবের মন্দিরে ॥
সোমেশ্বর রাজ্যে তুমি হও দণ্ডধর।
যাবৎ থাকিবে পৃথ্বী চন্দ্র দিবাকর ॥
আমাদের স্বামী হৈয়া থাকহ আনন্দে।
স্বর্গ সুখ পাবে অন্তে দেখিবে গোবিন্দে ॥
একক যাইবে স্বর্গে কোন্ সুখ হেতু।
যে বিচারে আসে আজ্ঞা কর ধর্ম্মসেতু ॥
কন্যাগণ বচনে বিস্মিত যুধিষ্ঠির।
আশ্বাসিয়া বলিলেন বচন গভীর ॥
অনুচিত কন্যাগণ বল কি কারণে।
আশীর্ব্বাদ কর, যেন দেখি নারায়ণে ॥
শুনিয়া রাজার মুখে নিষ্ঠুর ভারতী।
কন্যাগণ গেল তবে যে যার বসতি ॥

সোমেশ্বর বন্দি রাজা চলেন উত্তর।
মহাহিম ভেদিল ভীমের কলেবর॥
সোমেশ্বর পার হৈতে নারে প্রাণপণে।
ভেদিল শরীর বীর পড়িল অজ্ঞানে॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত উপর।
ভীমসেন পতনে কম্পিত ধরাধর॥
সমুদ্রে সুমেরু গিরি যেন নিল ঝম্প।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে থাকিয়া বাসুকী হৈল কম্প॥
পড়িলেক বৃকোদর পর্ব্বত বিশালে।
চলাচল কম্পমান সাগর উথলে॥
বাসুকী এড়িল বিষ যোদ্ধা এড়ে বাণ।
চমকিত পশু পক্ষী ছাড়িল যে প্রাণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে হইল চমৎকার।
চারিদিকে সাট লাগে লঙ্কার দুয়ার॥
ইন্দ্র শঙ্কা পান স্বর্গে বিষম আস্ফালে।
ভূমিকম্প উল্কাপাত গগনমণ্ডলে॥
প্রচণ্ড পবন বহে নির্ঘাত দুর্ব্বার।
শব্দে সেতুবন্ধে হৈল তরঙ্গ গঙ্গার।
ঋষি মুনি তপস্বীর ভাঙ্গিল যে ধ্যান।
বন এড়ি পশু ধায় লইয়া পরাণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।
বৃকোদর পড়ে খণ্ডাইয়া ক্ষিতিভার।
যুধিষ্ঠির দেখেন পড়িল ভীম ভাই।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়েন তথাই॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া নৃপবর।
হাহাকার করিয়া ডাকেন বৃকোদর॥
মরিবারে কৈলা ভাই স্বর্গ অরোহণ।
প্রাণের অধিক ভাই অতুল বিক্রম॥
সংসার হইল শূন্য তোমার বিহনে।
শুনিয়া পাইল ভয় গিরিবাসীগণে॥
যার পরাক্রমে তিন লক্ষ হাতী মরে।
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত উপরে॥
কারে ল'য়ে যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারী।
কেবা জিজ্ঞাসিবে পথে বচন চাতুরী॥
কে আর তারিবে বনে দুষ্ট দৈত্য হাতে।
কে আর করিবে গর্ব্ব কৌরব মারিতে॥
কিবা ল'য়ে যাব স্বর্গে দেখিবারে হরি।
ভাই সব মরে মম বৃথা প্রাণ ধরি॥
যবে জতুগৃহ কৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
পাপ পুরোচন পুরী করিল দাহন॥
চলিতে না পারি সুড়ঙ্গের পথ ঘোর।
পঞ্চজনে ল'য়ে ভাই গেলে একেশ্বর॥
হিড়িম্বেরে মারিয়া হিড়িম্বা কৈলে বিভা।
কত দৈত্য পলাইল দেখি তব প্রভা॥
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কৈলে বিনাশিয়া বকে।
লক্ষ রাজা জিনিয়া লভিলে দ্রৌপদীকে॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হৈনু তোমার প্রতাপে।
মরিল কীচক বীর তব বীর দাপে॥
বিরাটেরে মুক্ত কৈলা সুশর্ম্মার ঠাঁই।
মম বাক্য বিনা কিছু না জানিতে ভাই॥
জরাসন্ধ বধ কৈলা মগধপ্রধান।
জটাসুর মারি বলে কৈলে পরিত্রাণ॥
নিঃক্ষত্রা করিলে ক্ষিতি ভারত সমরে।
মম সঙ্গে আইলে যাইতে সুরপুরে॥
তবে কেন এড়ি মোরে পড়িলে পর্ব্বতে।
উত্তর না দেহ কেন ডাকি স্নেহমতে॥
পর্ব্বতে পড়িলে ভাই ছাড়িয়া আমারে।
কে পথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবে বারে বারে॥
বনবাসে বঞ্চিলাম তোমার সাহসে।
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে মৃগমাংসে॥
আমরা নিদ্রিত হৈলে থাকিতে জাগিয়া।
আমারে ত্যজিয়া কেন রহিলে শুইয়া॥
বড় দুঃখ দিয়া গেলে আমার অন্তরে।
উঠহ প্রাণের ভাই উঠ ধরি করে॥
মম বাক্যবশ ভাই মম বাক্যে স্থিত।
তোমা সবা বিনা ভাই জীতে মৃত্যুবৎ॥
যে কালে আইনু ধৃতরাষ্ট্র ভেটিবারে।
অন্ধের আছিল ক্রোধ তোমা মারিবারে॥
গোবিন্দ রাখেন তোমা লৌহভীম দিয়া।
হেন ভাই নিদ্রা যায় পর্ব্বতে পড়িয়া॥
এত বলি ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
চারি ভাই ভার্য্যা ভাবি আকুল অন্তরে॥

লক্ষ্মণ পড়িল যবে রাবণের শেলে ।
ক্রন্দন করেন রাম ভাই ল'য়ে কোলে ॥
সেইমত কান্দিলেন ভীমে কোলে লৈয়া ।
হিমে তনু কাঁপে তবু ব্যাকুল কান্দিয়া ॥
প্রবোধ করিতে আর নাহি কোনজন ।
ধর্ম্মরাজ করিলেন অরণ্যে রোদন ॥
জননীরে স্মরিয়া কহেন শোক পাই ।
এ হেন দুঃখীরে কেন গর্ভে দিলে ঠাঁই ॥
শৈশবে মরিল পিতা না পড়ি সে শোকে ।
পিতামহ ভীষ্মদেব পালিল সবাকে ॥
হিংসা হেতু বিষলাড়ু ভীমে খাওয়াল ।
পাপ দুর্য্যোধন যারে ভাসাইয়া দিল ॥
উদ্দেশ না পেয়ে কান্দে জননী আমার ।
সাত দিন মাতা মম কৈল অনাহার ॥
অনন্ত করিয়া কৃপা দিল প্রাণদান ।
তাহে না ম'রে ভাই পাইলে পরিত্রাণ ॥
দেখিবারে গোবিন্দে আইলে স্বর্গপুরী ।
না পাইলে দেখিতে সে প্রসন্ন শ্রীহরি ॥
হায় বীর পার্থ কৃষ্ণা সুন্দর নকুল ।
হায় সহদেব বীর বিক্রমে অতুল ॥
হায় বিধি মম ভাগ্যে কি আছে না জানি ।
মম কর্ম্মে এত দুঃখ লিখিলা আপনি ॥
কোন জন্মে আমার আছিল কোন পাপ ।
সে কারণে দহে তনু শোকেতে সন্তাপ ॥
কি করিনু কি হইল আর কিবা হয় ।
এত বলি কান্দিলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
হায় কুন্তী পিতা পাণ্ডু কোথা গেলে ছাড়ি ।
হায় দুর্য্যোধন অন্ধ বিদুর গান্ধারী ॥
হায় ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ পাঞ্চাল-কুমারী ।
তোমা সবাকার শোক সহিতে না পারি ॥
হায় ভীমার্জ্জুন হায় মাদ্রীপুত্র ভ্রাতা ।
হায় কৃষ্ণা প্রাণপ্রিয়া তুমি গেলে কোথা ॥
এক দণ্ড কোথা না যাইতে আজ্ঞা বিনে ।
তবে আমা একা রাখি ছাড়ি গেলে কেনে ॥
সব দুঃখ যায় যদি পাপ আত্মা ছাড়ি ।
এত বলি কান্দিলেন ভূমিতলে পড়ি ॥

কতক্ষণে স্থির হইয়া ধর্ম্মের তনয় ।
ক্রন্দন সম্বরি রাজা ভাবেন হৃদয় ॥
কোন পাপে বৃকোদর স্বর্গ নাহি গেল ।
এই কথা ভূপতির মনেতে হইল ।
মিথ্যা বলি দ্রোণ গুরু বিনাশিল রণে ।
স্বর্গে নাহি গেল ভাই ইহার কারণে ॥
এই চিন্তা করি রাজা ভাবিত অন্তরে ।
একান্তে গোবিন্দ চিন্তি চলেন উত্তরে ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
যাঁহার চরিত্র তিন ভুবনে প্রকাশ ॥
ভীমের প্রয়াণ যেবা শুনে শুদ্ধভাবে ।
পরম কৃষ্ণের পদ সেইজন পাবে ॥
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ ভাবিয়া ।
তরিবে শমন দায় শুন মন দিয়া ॥

যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপী ইন্দ্রের ও কুকুররূপী ধর্ম্মের ছলনা ।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয় ।
উত্তরাস্যে চলিলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
কতদূরে দেখি গন্ধমাদন পর্ব্বত ।
যাহার সৌরভ যায় যোজনের পথ ॥
তাহে উঠি শুনিলেন স্বর্গের বাজনা ।
ভূপতি করেন মনে পূরিল কামনা ॥
স্বর্গের দুর্ল্লভ ভোগ সেই গিরিবরে ।
আরোহণ করিলেন হরিষ অন্তরে ॥
পর্ব্বতে দেখিল তবে ধর্ম্মের তনয় ।
অপূর্ব্ব মহেশ লিঙ্গ মরকতময় ॥
অত্যন্ত নির্জ্জন স্থান লোকে মনোহর ।
কোটি চন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল মহেশ্বর ॥
হীরা মণি মাণিক্যের মন্দির সুঠাম ।
দেখি রাজা ভক্তিভাবে করেন প্রণাম ॥
হরিহর এক তনু ভিন্ন কভু নয় ।
হরিভক্ত মোরে হর হবেন সদয় ॥
এত বলি বর মাগি যান ধীরে ধীরে ।
কতকালে পার হব দুঃখের সাগরে ॥

বিষাদ ভাবেন মনে ধর্ম্মের নন্দন।
কারে লৈয়া যাব আমি ত্রিদিব ভুবন॥
কে মোরে করাবে দেখা কৃষ্ণের সহিতে।
হিমে যদি যায় তনু তরি দুঃখ হৈতে॥
বংশক্ষয় করিলাম স্বর্গে আরোহিয়া।
চারি ভাই ভার্য্যা বনে রহিল পড়িয়া॥
পৃথিবীতে আমি কত করিলাম পাপ।
কোন মুনি দেব ঋষি দিল মোরে শাপ॥
কান্দেন ভূপতি স্মরি দ্রৌপদী সুন্দরী।
হেনকালে আসে যত গন্ধর্ব্বের নারী॥
কন্যাগণ বলে রাজা কান্দ কি কারণ।
দ্বিতীয় স্বর্গের সম এ গন্ধমাদন॥
স্বর্গে আসি কান্দ কেন কহ বিবরণ।
এ স্থানে না হয় কেহ দুঃখের ভাজন॥
কন্যাগণ বাক্য শুনি কন নৃপবর।
চারি ভাই ভার্য্যা গেল পর্ব্বত উপর॥
ছয়জন মধ্যে আমি আছি একজন।
মহাহিমে স্বর্গপথে মৈল পঞ্চজন॥
মহাবীর ভীম ভার্য্যা না দেখিব আর।
এই হেতু কান্দি কন্যা শুন সমাচার॥
ভাবিত না হও রাজা ভার্য্যা ভ্রাতৃশোকে।
তব অগ্রে তারা সব গেছে স্বর্গলোকে॥
কি কারণে কান্দ রাজা হৈয়া বিচক্ষণ।
স্বর্গেতে সবার সঙ্গে হইবে মিলন॥
স্বর্গপথে আসিতে পড়িল রাজা সব।
তারা সবে অগ্রে গেল শুনহ পাণ্ডব॥
উপেন্দ্র খগেন্দ্র ইন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায়।
তুমি মহারাজ তেঁই আসিলে হেথায়॥
আর এক বাক্য রাজা শুন সাবধানে।
এত দূরে আসিয়াছ পুণ্যের কারণে॥
মনুষ্যের শক্তি নাই এতদূরে আসে।
অতএব এক বাক্য বলি যে বিশেষে॥
রাজা হৈয়া থাক গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
স্বর্গের অধিক সুখ ভুঞ্জ আনন্দতে॥
যুধিষ্ঠির বলিছেন শুন কন্যাগণ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় করি স্বর্গে আরোহণ॥
সঙ্কল্প করিনু আমি অবনী ভিতর।
রাজ্য না করিব, যাব অমর নগর॥
প্রাণতুল্য ভাই ভার্য্যা পড়িল বিষাদে।
কি কার্য্য রাজ্যেতে মম বিপুল সম্পদে॥
এত শুনি নিবৃত্ত হইল কন্যাগণ।
যুধিষ্ঠির করিলেন স্বর্গ আরোহণ॥
কতদূরে দেখিলেন কিন্নরের পুরী।
পদ্মিনী রমণীগণ আর বিদ্যাধরী॥
যুধিষ্ঠিরে বলে তুমি কোন পুণ্যবান।
আলিঙ্গন দিয়া রাখ আমাদের প্রাণ।
আমা সবাকার স্বামী হও মহামতি।
যাচক হইয়া বলে যতেক যুবতী॥
পুরুষ নাহিক রাজা রাজ্যেতে আমার।
তুমি রাজা হও দাসী হইব তোমার॥
অকাল মরণ নাহি জরা মৃত্যু ভয়।
নানা সুখ পাবে রাজা জানিও নিশ্চয়॥
অবশেষে মহামন্ত্র শিখাব তোমারে।
শীত ভেদি অনায়াসে যাবে স্বর্গপুরে॥
শুনি কন্যাগণ বাক্য বলেন রাজন।
সুখ অভিলাষ নাহি করে মম মন॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে দেব কন্যাগণ।
স্বর্গপুরে গিয়া যেন দেখি নারায়ণ॥
দ্বাপরের শেষ হ'ল কলি অবতার।
সত্য ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত অতি কদাচার॥
সে কারণে যাই স্বর্গে ইন্দ্রের ভুবন।
করিলেন শ্রীমুখে অনুজ্ঞা নারায়ণ॥
কন্যাগণ বলে রাজা তুমি মূঢ়জন।
কি ফল পাইবা স্বর্গে দেখি নারায়ণ॥
হেথা ফল কত পাবে কি ক'ব তোমারে।
না শুনিয়া নরপতি চলেন উত্তরে॥
হিমালয় গিরি পাইলেন মনোহর।
নারীগণ আসে নিত্য পূজিতে শঙ্কর॥
ত্রিভুবন সার বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত।
চতুর্দ্দশ সহস্রেক শিবলিঙ্গ স্থিত॥
পরম সুন্দর গিরি কি কহিতে পারি।
সুমেরু কৈলাস জিনি মহেশ্বর পুরী॥

বিচিত্র নগর ঘর অতি মনোরম।
কন্যাগণ আসে নিত্য শিবের আশ্রম ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান চন্দ্র সম কান্তি।
রূপ দেখি মুনিগণ মনে হয় ভ্রান্তি ॥
নানা অলঙ্কারে শোভা ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
মুখপদ্ম করপদ্ম সকল পদ্মিনী ॥
বিচিত্র চম্পক দাম শোভিত গলায়।
কেহ কেহ নৃত্য করে কেহ গীত গায় ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি আসেন এই পথে।
পাদ্য অর্ঘ্য ল'য়ে আসে তাঁহার সাক্ষাতে ॥
ঋষি মুনিগণ শুনি ধর্ম্মের প্রয়াণ।
দেখিতে আইল সবে আনন্দ বিধান ॥
পৃথিবীর রাজা হেথা এল পুণ্যভাগে।
ঝটিতি আসিল সবে যুধিষ্ঠির আগে ॥
দেব ঋষিগণ আসি করেন সম্ভাষ।
অন্ধকার ঘুচে গেল হইল প্রকাশ ॥
প্রণাম করেন রাজা মুনি ঋষিগণে।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ কৈল সর্ব্বজনে ॥
শোভা পায় পর্ব্বতে বৈতরণী সরিত।
অতি অপরূপ তীর নীর সুললিত ॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত জল অতি সুশোভন।
অষ্টাশী তপস্বী তপ করে অনুক্ষণ ॥
ক্রীড়া করে জলেতে বিবিধ জলচর।
সুন্দর কনক পদ্ম ফুটে নিরন্তর ॥
অষ্টাশী সহস্র ঋষি দেখি অনুপম।
গোড়হাতে নরপতি করেন প্রণাম ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া প্রশংসে মুনিগণ।
ধন্য ধন্য রাজা তুমি হরিপরায়ণ ॥
এই বৈতরণী নদী পরম নির্ম্মল।
উত্তর হইতে বহে দক্ষিণ মণ্ডল ॥
দক্ষিণ শমনপুরে প্রলয় তরঙ্গ।
পাপী পার হৈতে নারে দেখি দেয় ভঙ্গ ॥
মর্ত্ত্যেতে গো দান করে যেই পুণ্যজনে।
সুখে পার হৈয়া যায় নৌকা আরোহণে ॥
ভূপতি বলেন আমি পাপী নরাধম।
মুনিগণ বলে তুমি মহাপুণ্যতম ॥
এত বলি মুনিগণ কৈবর্ত্ত ডাকিয়া।
নৃপতিরে পার কৈল নৌকা আরোহিয়া ॥
ঋষিগণে বন্দি রাজা নদী হৈয়া পার।
পুণ্য হেতু দেখিলেন স্বর্গের দুয়ার ॥
চন্দ্র সূর্য্য দেবগণ দেখেন প্রত্যেক।
স্বর্গ আরোহণ হৈতে আছে যোজনেক ॥
পার হৈয়া বৃক্ষতলে বসি নরেশ্বর।
স্বর্গ দেখি হইলেন চিন্তিত অন্তর ॥
অদ্ভুত স্বর্গের দ্বার দেখি বিদ্যমান।
নানা ঋতু বিরাজিত প্রবাল পাষাণ ॥
হাতে অস্ত্র দ্বারপাল চৌদিকে বেষ্টিত।
কত লক্ষ পুণ্যবান হ'য়েছে বারিত ॥
ইন্দ্র আজ্ঞা বিনা দ্বারী দ্বার নাহি ছাড়ে।
বুকে বুকে দাণ্ডাইয়া আছে করযোড়ে ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া লইল আগুসারি।
দ্বারপালগণ কহে কর যোড় করি ॥
তোমার জনক পূর্ব্বে পাণ্ডু নরপতি।
মৃগঋষি শাপে তাঁর না হৈল সন্ততি ॥
বিমুখ হইয়া রাজা সংসারের সুখে।
কুন্তী মাদ্রী ভার্য্যা সহ আইল হেথাকে ॥
অপুত্রক হেতু ইন্দ্র আজ্ঞা নাহি দিল।
হেথা হৈতে পুনঃ তিনি মর্ত্ত্যপুরে গেল ॥
দেব হৈতে জন্ম হৈল তোমা পঞ্চভাই।
পুত্রবান হইয়া বৈকুণ্ঠে পায় ঠাঁই ॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম তব, ধর্ম্মের ঔরসে।
তুমি মহা ধর্ম্মশীল জানি সবিশেষে ॥
মুহুর্ত্তেকে বৈস রাজা শূন্য সিংহাসনে।
ইন্দ্রে জানাইয়া স্বর্গে লব এইক্ষণে ॥
দ্বারপাল গিয়া বার্ত্তা দিল পুরন্দরে।
যুধিষ্ঠির আইলেন স্বর্গের দুয়ারে ॥
শুনিয়া দেবতা সবে কহে ইন্দ্র প্রতি।
রথে করি যুধিষ্ঠিরে আন শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি দেবরাজ বিপ্ররূপ ধরি।
যুধিষ্ঠিরে ছলিবারে এল শীঘ্র করি ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কপট দ্বিজাতি ॥

জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কপট ব্রাহ্মণ ।
বড় পুণ্যবান তুমি এলে কোনজন ॥
এত শুনি নৃপতি কহেন যোড়করে ।
পরিচয় মহাশয় কহিব তোমারে ॥
জম্বুদ্বীপ নামে এক আছে পৃথিবীতে ।
যাহে জন্মিলেন ব্রহ্মা ভার নিবারিতে ॥
চন্দ্রবংশে দেব অংশে হস্তিনায় ধাম ।
পাণ্ডুপুত্র ঋষিগোত্র যুধিষ্ঠির নাম ॥
রাজ্যলোভে সবান্ধবে বধিলাম রণে ।
লোভে পাপ আছে তাপ হৈল মম মনে ॥
জ্যেষ্ঠতাত সহ মাতৃ গেল তপোবনে ।
পঞ্চ ভাই দুঃখ পাই ভ্রমি নানা স্থানে ॥
আমারে বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ ।
আজ্ঞা দেন কর রাজা স্বর্গ আরোহণ ॥
কলি অবতার হবে দ্বাপরের শেষ ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন হৃষীকেশ ॥
যদুবংশ করি ধ্বংস ব্রহ্মশাপ ছলে ।
আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু গেলেন কৌশলে ।
তবে মোরা পঞ্চভাই করিয়া বিচার ।
পৌত্রে সমর্পণ করি রাজ্য অধিকার ॥
পঞ্চভাই ভার্য্যা সহ আসি স্বর্গপথে ।
হিম শীতে পঞ্চজন পড়িল পর্ব্বতে ॥
শোক দুঃখ সন্তাপে তাপিত মম মন ।
এই নিজ তত্ত্ব দ্বিজ করি নিবেদন ॥
একেশ্বর দ্বিজবর যাব স্বর্গপুরী ।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া দেখিব মুরারী ॥
কিম্বা প্রাণ যাক কিম্বা যাই স্বর্গপুরে ।
করিয়া সঙ্কল্প এই আসি এতদূরে ॥
কতদূর আছে স্বর্গ কহ দ্বিজবর ।
যাইতে পারিব, কিবা যাবে কলেবর ॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ধর্ম্ম নরবর ।
এখনি দেখিবে রাজা পঞ্চ সহোদর ॥
কুরুক্ষেত্রে যে ছিল আঠার অক্ষৌহিণী ।
সবাকারে ক্ষণেকে দেখিবে নৃপমণি ॥
এড়াইয়া এলে দুঃখ আর চিন্তা নাই ।
আমি ল'য়ে যাব তোমা ঈশ্বরের ঠাঁই ॥
নিকট হইল স্বর্গ যাবে মুহূর্ত্তেকে ।
শোক দুঃখ পরিহর জানাই তোমাকে ॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরে কথা হয় এইমতে ।
তথা ধর্ম্ম আইলেন কুক্কুররূপেতে ॥
শব্দ করি ব্রাহ্মণে খাইতে শ্বান যায় ।
দণ্ড লৈয়া ব্রাহ্মণ মারিল তার গায় ॥
নির্ঘাত প্রহার করে কুক্কুরের দেহে ।
পরিত্রাহি ডাকি শ্বান যুধিষ্ঠিরে কহে ॥
ওহে পৃথিবীর রাজা মহাপুণ্যবান ।
নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ বধে কর পরিত্রাণ ॥
দণ্ডের প্রহারে মম কম্পবান তনু ।
উদ্ধার করিতে কেহ নাহি তোমা বিনু ॥
কুক্কুরের বাক্যে রাজা উঠি যোড়হাতে ।
বলেন বিনয় করি বিপ্রের সাক্ষাতে ॥
নাহি মার কুক্কুরেরে শুন দ্বিজবর ।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর ॥
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি ।
মম হাতে কুক্কুরের নাহি অব্যাহতি ॥
পুণ্যহীন কুক্কুরের নাহি পরিত্রাণ ।
পুণ্য বিনা স্বর্গে বাস নাহি মতিমান্ ॥
ভূপতি বলেন রাখ কুক্কুরের প্রাণ ।
মর্ত্ত্যের অর্দ্ধেক পুণ্য দিব আমি দান ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ধর্ম্ম হাসি মনে ।
ধরিলেন নিজ মূর্ত্তি রাজা বিদ্যমানে ॥
তদন্তরে দেবরাজ নিজ মূর্ত্তি হৈয়া ।
পরিচয় কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া ॥
ধর্ম্মে ইন্দ্রে দেখি রাজা আপন নয়নে ।
লোটাইয়া পড়িলেন অষ্টাঙ্গ চরণে ॥
কোলে করি ধর্ম্ম সাধু বলেন তাঁহাকে ।
তুমি পুত্র যুধিষ্ঠির না চিন আমাকে ॥
ধর্ম্ম বলি মর্ত্ত্যলোকে বলয়ে তোমারে ।
তোমা জন্মাইনু আমি কুন্তীর উদরে ॥
এই ইন্দ্র দেবরাজ স্বর্গ অধিপতি ।
এস পুত্র কোলে করি কেন দুঃখমতি ॥
তোমার চরিত্র প্রচারিল ত্রিভুবনে ।
স্বর্গপুরে চল, চড়ি পুষ্পক বিমানে ॥

পদব্রজে পর্ব্বতে পেয়েছে বড় পীড়া।
একে সুকোমল অঙ্গ শোক চিন্তা বেড়া॥
সর্ব্ব দুঃখ হৈল দূর চল স্বর্গপুরে।
মাতা পিতা দেখিবা সকল সহোদরে॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্ম মহাশয়।
আনন্দিত হইলেন ধর্ম্মের তনয়॥
ভারত অপূর্ব্ব কথা স্বর্গ আরোহণে।
যুধিষ্ঠির স্বর্গে যান কাশীদাস ভণে॥

———

যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী গমন।

ধর্ম্ম আদি দেবচয়, দেখি রাজা সবিস্ময়,
প্রণাম করেন সবাকারে।
মাতলি ইঙ্গিত পেয়ে, দিব্য পুষ্পরথ ল'য়ে,
যোগাইল রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র দুইজনে, গন্ধমাল্য আভরণে,
যুধিষ্ঠিরে করেন ভূষিত।
বিবিধ বন্ধন ছান্দে, মস্তকে মুকুট বান্ধে,
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় গীত॥
পারিজাত পুষ্পমালা, শোভয়ে রাজার গলা,
বাজে শঙ্খ মৃদঙ্গ কাহাল।
উর্ব্বশী প্রভৃতি নাচে, কেহ আগে কেহ পাছে,
জয় শব্দ কংস করতাল।
মাতলি সারথি রথে, ধর্ম্ম ইন্দ্র আদি সাথে,
বায়ু ইন্দ্র বরুণ হুতাশ।
কেহ ছত্র শিরে ধরে, হুলাহুলি জয়স্বরে,
কেহ করে চামর বাতাস॥
কেহ অগ্রে যায় ধেয়ে, পঞ্চবাদ্যে বাজাইয়ে
পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে প্রচুর।
মুনিগণ বেদ গান, ধর্ম্মপুত্র স্বর্গে যান,
মুহূর্ত্তে গেলেন সুরপুর॥
দেখি রাজা পুণ্যকারী, সকল সুবর্ণপুরী,
সর্ব্ব গৃহে কিন্নরের গান।
সদা মহানন্দময়, নাহি জরা মৃত্যু ভয়,
কৌতুকে বিহরে পুণ্যবান॥
স্বর্গগত নরবর, তারে দেখি পুরন্দর,
বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
পদ প্রক্ষালিতে বারি, পূরিয়া সুবর্ণ ঝারি,
যোগাইল যত দাসগণে॥
ইন্দ্র আজ্ঞা পেয়ে পরে, নানাদ্রব্য উপহারে,
ভোজন করায় নরনাথে।
কর্পূর তাম্বূল দিয়া, পালঙ্কেতে বসাইয়া,
ইন্দ্র আশ্বাসিল ধর্ম্মসুতে॥
ইন্দ্র বলে যুধিষ্ঠির, তুমি পুণ্য আত্মা ধীর,
নরদেহে এলে স্বর্গপুরে।
এ পুরী অমরাবতী, হও তুমি শচীপতি,
যুক্তি আসে আমার বিচারে॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
কহিছেন বিনয় বচন।
তব বাক্যে পাই ত্রাস, কেন কর পরিহাস,
আমি মূঢ়মতি আকিঞ্চন॥
সত্য কৈনু মর্ত্ত্যপুরী, বৈকুণ্ঠে দেখিব হরি,
তুমি মম সব দুঃখ জান।
তুমি পিতা দেব আর্য্য, কর মম এই কার্য্য
স্বর্গসুখে নাহি মম মন॥
ইন্দ্র বলে শুনবাণী, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী,
পঞ্চভাই শতেক কৌরবে।
পিতা জ্যেষ্ঠখুল্লতাত, জ্ঞাতিগোত্র ভ্রাতৃমাত,
সবা সঙ্গে বৈকুণ্ঠে মিলিবে॥
এত বলি সেইক্ষণে, পুষ্পরথ অরোহণে,
পাঠাইল স্বর্গ পরকাশ।
ভারত সঙ্গীত গীত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

———

যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
নিজ পুণ্যে স্বর্গে গেল ধর্ম্মের তনয়॥
পুষ্পরথে আরোহিয়া যান বিষ্ণুপুরে।
অপ্সর অপ্সরীগণ সদা নৃত্য করে॥
কেহ ছত্র ধরে কেহ চামর বাতাস।
দুই দিকে সারি সারি দেবের আবাস॥
ব্রহ্মলোকে দেখি রাজা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে।
প্রণমিয়া সম্ভাষা করিলেন কৌতুকে॥

সমাদর করি ব্রহ্মা করি আলিঙ্গন ।
চারি মুখে প্রশংসেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
তথা হৈতে নরপতি নানা স্বর্গ দেখি ।
অপূর্ব্ব কৈলাসপুরী দেখিয়া কৌতুকী ॥
চন্দ্রখণ্ড জিনি পুরী পরম উজ্জ্বল ।
দিবা রাত্র সমজ্ঞান সদা ঝলমল ॥
গণেশ কার্ত্তিক নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল ।
সবা দেখি আনন্দিত ধর্ম্ম মহাপাল ॥
হরগৌরী দোঁহে দেখি অজিন আসনে ।
ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ করেন চরণে ॥
আইসহ নরপতি বলে শূলপাণি ।
ভাল হৈল এলে স্বর্গে ত্যজিয়া অবনী ॥
তোমা হেন পুণ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ।
স্বকায় চলিয়া এলে অমর ভুবনে ॥
এত বলি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন ।
প্রণাম করিয়া যান পাণ্ডুর নন্দন ॥
কতক্ষণে বৈকুণ্ঠে হইয়া উপনীত ।
পুরী দেখি নরপতি হৈলেন চিন্তিত ॥
কিরূপে নির্ম্মাণ করিলেন নারায়ণ ।
ত্রিভুবনে পুরী নাহি ইহার তুলন ॥
প্রবেশ করেন পুরী জয় জয় দিয়া ।
রত্নাসনে নারায়ণ দেখিলেন গিয়া ॥
রথ হৈতে নামি পুরে যান পদব্রজে ।
প্রণাম করেন গিয়া বিষ্ণু চতুর্ভুজে ॥
বিদ্যমানে নারায়ণ দেখিয়া নৃপতি ।
চমৎকার মানিলেন অঙ্গের বিভূতি ॥
হস্ত পদ সুশোভিত কর্ণে শতদল ।
মকর কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল ॥
শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর হাটক নিছনি ।
নব জল মাঝে যেন হয় সৌদামিনী ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভে মরকতে ॥
বাম দিকে কমলা দক্ষিণে সরস্বতী ।
এই বেশে হৃষীকেশে দেখেন ভূপতি ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি পড়েন চরণে ।
বলিছেন নারায়ণ আনন্দিত মনে ॥
আইসহ নরপতি ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম ।
চিরকাল না দেখিয়া পাই ব্যথা মর্ম্ম ॥
আগুসরি উঠিয়া করেন আলিঙ্গন ।
বসিবারে দেন দিব্য কনক আসন ॥
পদ পাখালিতে বারি যোগায় দেবতা ।
চামর বাতাস করে ইন্দ্র চন্দ্র ধাতা ॥
সুখাসনে দুইজনে বসিয়া কৌতুকে ।
গোবিন্দ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন হাসিমুখে ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন ধীরে পর পর ।
পরীক্ষিতে করিলাম রাজ্য দণ্ডধর ॥
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ আসি স্বর্গপথে ।
মহাহিমে পাঁচ জনে পড়িল পর্ব্বতে ।
শোকে দুঃখে একাকী আইনু স্বর্গলোকে ।
শরীর সার্থক হৈল দেখিয়া তোমাকে ॥
শুনিয়া কহেন সমাদরে নারায়ণ ।
অগ্রে আসিয়াছে তারা আমার সদন ॥
করযোড়ে কহিলেন ধর্ম্মের তনয় ।
নয়নে দেখিলে তবে হয়ত প্রত্যয় ॥
শুনি নারায়ণ তবে সঙ্গেতে লইয়া ।
চলেন উত্তরমুখে দ্বার খসাইয়া ॥
দক্ষিণেতে হয় শমনের অধিকার ।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তথা সব অন্ধকার ॥
প্রবেশ করেন সেই পুরে নরপতি ।
দেখিতে না পান রাজা কেবা আছে কতি ॥
যুধিষ্ঠিরে সবে পেয়ে জ্ঞাতি গোত্রগণে ।
চতুর্দ্দিকে ডাকে সবে হরষিত মনে ॥
দ্রোণ কর্ণ ভীষ্ম শত ভাই দুর্য্যোধন ।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর শকুনি দুঃশাসন ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুন্দর ।
ঘটোৎকচ জয়দ্রথ বিরাট উত্তর ॥
অভিমন্যু বিকর্ণ পাঞ্চালী পুত্রগণে ।
কুন্তী মাদ্রী দুই দেখি পাণ্ডুরাজ সনে ॥
দ্রৌপদী গান্ধারী আদি যত কুরুনারী ।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী আছে সেই পুরী ॥
সবে বলিলেন ধর্ম্ম তুমি পুণ্যবান ।
স্বকায়ে দেখিলে স্বর্গে দেব ভগবান ॥

অল্প পাপ হেতু মোরা সদা পাই ক্লেশ।
সবাকারে উদ্ধারিয়া লহ নিজ দেশ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চান চারি কোনে।
দেখিতে না পান মাত্র শুনিলেন কাণে॥
নরক দেখিয়া রাজা মনে পায় ভয়।
অনুমানে বুঝিলেন এই যমালয়॥
ভাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কৃষ্ণেরে।
কেন কৃষ্ণ নাহি দেখি জ্ঞাতি বান্ধবেরে॥
কেন বা হইল মম নরক দর্শন।
বিশেষ কহিয়া কৃষ্ণ স্থির কর মন॥
গোবিন্দ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
কিছু পাপ হ'তে হৈল নরক দর্শন॥
জ্ঞাতি গোত্র নাহি দেখ তথির কারণে।
পাপক্ষয় হৈল এবে ত্যজ ভয় মনে॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
কোন্ পাপ করিলেন ধর্ম্ম নরবর॥
আজন্ম তপস্বী জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী।
দান ধর্ম্মে মতি সদা পাতক বিবাদী॥
তাঁহার হইল পাপ কেমন প্রকারে।
মুনিবর বিস্তারিয়া কহিবা আমারে॥

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের হেতু ও শ্বেতদ্বীপে গিয়া স্বজনাদি দর্শন।

মুনি কহে শুন জন্মেজয় সাবধানে।
যুধিষ্ঠিরে পাপ হৈল যাহার কারণে॥
ভারত সমরে যবে হৈল মহামার।
সারথি হ'লেন নারায়ণ অর্জ্জুনের॥
মারিলেন বহু সৈন্য উপায় করিয়া।
ভীষ্ম বীরে বধিলেন শিখণ্ডী রাখিয়া॥
তবে সেনাপতি হৈল দ্রোণ মহাশয়।
অশ্বত্থামা তাঁর পুত্র সমরে দুর্জ্জয়॥
অনেক প্রকারে দ্রোণ না হয় বিনাশ।
দেখিয়া উপায় করিলেন শ্রীনিবাস॥
কপটে মারেন হস্তী অশ্বত্থমা নামে।
অশ্বত্থামা হত শব্দ হইল সংগ্রামে॥
শুনি চমৎকার লাগে দ্রোণের অন্তরে।
অশ্বত্থামা হত হরি কহেন সমরে॥
প্রত্যয় না যান দ্রোণ কৃষ্ণের উত্তরে।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসিল রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
দ্রোণবাক্য শুনিয়া চিন্তিত নৃপমণি।
কিরূপে কহিব আমি অসত্য এ বাণী॥
কৃষ্ণ বলিলেন রাজা না কহিলে নয়;
মিথ্যা না কহিলে, দ্রোণ নাহি পরাজয়॥
পুনঃ পুনঃ নিন্দিয়া বলিল বৃকোদর।
অশ্বত্থামা হত দ্রোণ কহ নৃপবর॥
মিথ্যা বাক্য ভয় যদি কর নৃপবর।
অশ্বত্থামা হত ইতি কহ লঘুস্বর॥
সঙ্কটে পড়িয়া রাজা না কহিলে নয়।
ডাকিয়া দ্রোণেরে বলিলেন মহাশয়॥
অশ্বত্থামা হত হৈল ইহা আমি জানি।
লঘুশব্দে গজ ইতি বলেন আপনি॥
অশ্বত্থামা হত শুনি ধর্ম্মের বদনে।
দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে প্রাণ দিল রণে
এই পাপ করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমারে জানাই আমি পূর্ব্বের কথন॥
জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে লৈয়া কি করিলেন শ্রীধর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের কুমার।
এইরূপে যুধিষ্ঠির দেখি অন্ধকার॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন পাপের কারণ।
কপট করিয়া কহিলেন নারায়ণ॥
কৌরব সহিত যবে হইল সমর।
চক্রব্যূহ করি যুঝে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে জর্জ্জরিত করিল তোমারে।
অভিমন্যে ডাকি তুমি কহিলে তাহারে॥
পিতার সমান তুমি মহাযোদ্ধাপতি।
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ মহারথী॥
গুরুবধে আজ্ঞা দিলে হ'য়ে ক্রোধমন।
দ্বিতীয় অবধ্য জাতি হয়ত ব্রাহ্মণ॥
গুরুবধ মহাপাপ শুন নরপতি।
সেই মহাপাপ তব হৈল মহামতি॥

পাপেতে নরক রাজা দেখ অন্ধকার।
রাজা বলিলেন কর সঙ্কটে উদ্ধার ॥
তবে হরি অনুজ্ঞা দিলেন খগেশ্বরে।
শ্বেতদ্বীপ সরোবরে লহ নৃপবরে ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব আপনি।
দেখাব ধর্ম্মেরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
বিষ্ণুর বচন শুনি খগ মহাবীর।
যুধিষ্ঠিরে নিয়া গেল সরোবর তীর ॥
পাখসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
মুহূর্ত্তেকে সেই দ্বীপে গেল খগেশ্বরে ॥
সরোবরে দেখিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥
জলে জলচরগণ নানা ক্রীড়া করে।
ঋষি মুনি মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র চারি তীরে ॥
বিচিত্র নগর বন সাগর চত্বর।
বৈকুণ্ঠ সমান পুরী অতি মনোহর ॥
অনেক ঈশ্বর মূর্ত্তি সর্ব্বদেব স্থান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত কোকিলের গান ॥
মনুষ্য হইয়া যদি তাহে স্নান করে।
দেবদেহ পেয়ে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
হেন সরোবর দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
মহাজলে স্নান করি করেন তর্পণ ॥
মানব-শরীর ছাড়ি দেবদেহ পান।
দুঃখ শোক পাসরিয়া সর্ব্বসিদ্ধ হন ॥
নরদেহ ত্যজি রাজা দেবদেহ ধরে।
পৃষ্ঠে করি গরুড় উড়িল বায়ুভরে ॥
মুহূর্ত্তেকে গেল যথা দেব নারায়ণ।
চতুর্ভুজে ধর্ম্মরাজে কৈল সমর্পণ ॥
রাজারে দেখিয়া হরি কহেন হাসিয়া।
নিমেষ নাহিক আর নাহি অঙ্গছায়া ॥
কিরূপ আছিলে রাজা হইলে কিরূপ।
বিচারিয়া মনে বুঝ আপন স্বরূপ ॥
ভূপতি বলেন শুন অনাদি গোঁসাই।
তোমার প্রসাদে মম পূর্ব্বরূপ নাই ॥
দেবত্ব পাইনু মনে হেন হয় জ্ঞান।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভগবান ॥
মর্ত্ত্যেতে রাখিলে হরি অশেষ সঙ্কটে।
নিজ পুরী এড়ি সদা ভক্তের নিকটে ॥
রাজসূয় করালেন দিয়া বন্ধুবল।
শিশুপাল দন্তবক্রে দিলে প্রতিফল ॥
রাখিলে দ্রৌপদী লজ্জা কৌরব-সমাজে।
দ্বাদশ বৎসর রক্ষা কৈলে বনমাঝে ॥
দুর্ব্বাসারে দুর্য্যোধন পাঠাইল যবে।
সেই দিনে সমাধান করিত পাণ্ডবে ॥
নিশাকালে রক্ষা কৈলে কাননেতে গিয়া।
মোহিলা মুনির মন বিষ্ণুমায়া দিয়া ॥
তদন্তরে সান্দীপন মুনির আশ্রমে।
আম্র হেতু সঙ্কটে তারিলে পথশ্রমে ॥
অজ্ঞাত বৎসর এক বিরাট ভুবনে।
শক্র হৈতে রক্ষা কৈলা চক্র আচ্ছাদনে ॥
তাহার অন্তরে মম রাজ্যের লাগিয়া।
আপনি হস্তিনাপুরে গেলা দূত হৈয়া ॥
আমারে বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া রাখিতে তোমা বিচারিল মনে ॥
আপনি বিরাটমূর্ত্তি দেখাইলে তারে।
সমূলে করিলা ক্ষয় ভারত সমরে ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মম শরীর বিকল।
অশ্বমেধ করাইলা হইয়া সবল ॥
পুত্রহস্তে অর্জ্জুন মরিল মণিপুরে।
প্রাণ দিয়া যজ্ঞপূর্ণ কৈলা গদাধরে ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ হইয়া খর্ব্বরূপে।
পাতালে রাখিলা ছলি বলিরাজ ভূপে ॥
ভৃগুরাম রামচন্দ্র কামপাল রাম।
বৌদ্ধ কল্কি নারায়ণ নরসিংহ শ্যাম ॥
বারে বারে জন্ম লও দুষ্ট বিনাশিতে।
যুগে যুগে অবতার দেবতার হিতে ॥
তোমার চরিত্র চারি বেদে না নিরখি।
জ্ঞাতিগোত্র দেখাইয়া কর মোরে সুখী ॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারায়ণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন মধুর বচন ॥
সর্ব্ব দুঃখ গেল রাজা না কর সন্তাপ।
সবন্ধু কুটুম্ব গোত্র দেখহ মা বাপ ॥

এত বলি যান হরি রাজারে লইয়া।
কুরুপুরে প্রবেশেন দ্বার ঘুচাইয়া ॥
রাজারে কহেন হরি শুন ধর্ম্মপুত্র।
অনুপম দেখহ দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র ॥
পিতা পাণ্ডু দেখ রাজা জননী কুন্তীকে।
শ্বেতছত্র বিরাজিত রাজার মস্তকে ॥
বামে মাদ্রী বসিয়াছে মদ্রের কুমারী।
অন্ধরাজ বসিয়াছে সহিত গান্ধারী ॥
দেখহ বিকর্ণ কর্ণ কৌরবকুমার।
দুর্য্যোধন শত ভাই সঙ্গে সহোদর ॥
ভগদত্ত শল্য মদ্ররাজ জয়দ্রথ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সুরথ ভরত ॥
বিরাট দ্রুপদ দেখ স্বপুত্র সহিতে।
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র দেখহ সাক্ষাতে ॥
শিশুপাল সুশর্ম্মা মগধ নৃপমণি।
একে একে দেখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
শকুনি উত্তর পুণ্ড্র দ্রোণাচার্য্য গুরু।
ভগদত্ত শল্য রাজা সিন্ধু ভীম উরু ॥
পঞ্চজন পড়িলেন স্বর্গেতে আসিতে।
চারি ভাই দেখ রাজা দ্রৌপদী সহিতে ॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা কৃষ্ণের বচনে।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় চান চারি পানে ॥
পাসরিয়া সকল মর্ত্ত্যের শক্রকার্য্য।
যথাযোগ্য মিলন করেন হৈয়া ধৈর্য্য ॥
আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈল তনু মন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া সানন্দ জ্ঞাতিগণ ॥
কেহ আশীর্ব্বাদ করে কেহ প্রণিপাত।
পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাত বন্দে নরনাথ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে করি দণ্ড নতি।
মহা অনন্দিত রাজা দেখি গোত্র জ্ঞাতি ॥

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দশ অবতারের স্তোত্র।

হৃষ্ট হৈয়া করিছেন কৃষ্ণের স্তবন।
তব মায়া কে বুঝিতে পারে নারায়ণ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা।
প্রধান পুরুষ তিন ভুবনের ভর্ত্তা ॥
মীনরূপে বেদ উদ্ধারিলা তুমি জলে।
কূর্ম্মরূপে ধরণী ধরিলা অবহেলে ॥
ধরিয়া বরাহ কায় দন্তে কৈলে ক্ষিতি।
হিরণ্যকশিপু হন্তা নৃসিংহ মূরতি ॥
বামন আকারে বলি নিলা রসাতলে।
তিন পদে ত্রিভুবন ব্যপিলা সকলে ॥
রামরূপে রাবণের সবংশে সংহার।
নিঃক্ষত্র করিলা ভৃগুরাম অবতার ॥
বলরামরূপে সূর্য্যসুতা আকর্ষিলে।
বুদ্ধরূপে আপন কারুণ্য প্রকাশিলে ॥
কল্কিরূপে বিনাশ করিলা ম্লেচ্ছ ভূপে।
প্রতিকল্পে অবতার হ'লে এইরূপে ॥
ঋষি মুনি যোগী যাঁর নাহি পায় অন্ত।
চারিবেদে যাঁহার ক্রিয়ার নাহি অন্ত ॥
মোরে উদ্ধারিলা মহা বিপদ তরণী।
রহিল অদ্ভুত কীর্ত্তি যাবত ধরণী ॥
এত স্তুতি নৃপতি করেন নারায়ণে।
সন্তুষ্ট করেন হরি তারে আলিঙ্গনে ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা তুমি মম প্রাণ।
স্বশরীরে আইলা আমার বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণের আদেশে রাজা পরিজন লৈয়া।
রহিলেন হরিপুরে হরষিত হৈয়া ॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ।
পাইল পরম পদ পাণ্ডুপুত্রগণ ॥

মহাভারত শ্রবণে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে রাজা জন্মেজয়ের মুক্তি।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ পাণ্ডব-বিজয় ॥
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত হৈলে অতঃপরে।
দান তপ দ্বিজসেবা পূজ বৈশ্বানরে ॥
শুক্লবর্ণ চান্দোয়া দেখেন বিদ্যমানে।
কৃষ্ণবর্ণ দূর হৈল ভারত শ্রবণে ॥
দেখি সব সভাসদ হরিষে বিস্ময়।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত হৈল জন্মেজয় ॥

শব্দ জয় শব্দ হৈল দশদিগে ।
কাশে কুসুম বৃষ্টি করে দেব ভাগে ॥
পবন বহে ঝরে মকরন্দ ।
সম্পূর্ণ হৈল দেবের আনন্দ ॥
জয়ে প্রশংসিয়া গেল দেবগণে ।
গায় নাচে হৃষ্টমনে ॥
করতাল ।
তে রসাল ॥
বীণা বেণু ।
বল রেণু ॥
অর্ঘ্য দিয়া ।
লোটাইয়া ॥
হাপাপ হ'তে ।
রহিল জগতে ॥
না কলিযুগে ।
পাপ ভোগে ॥
কায়মনে ।
চন্দনে ॥
গোষ্ঠির সহিত ।
যথোচিত ॥
মুনিগণ ।
বৈশম্পায়ন ॥
পঞ্চতীর্থে স্নান ।
ভূমীদান ॥
কলস ।
কৈল বশ ॥
আভরণ ।
দ্বিজগণ ॥
রে ভোজন ।
কীর্ত্তন ॥
বিদ্যাধরী ।
হরি হরি ॥
শরীর রাজা পাত্র মিত্র লৈয়া
জ্য করে জলে হরষিত হৈয়া ॥
দূরে ।
পাপ তরে ॥

শুচি হ'য়ে শুদ্ধচিত্তে শুনে যেই জন
অন্তকালে স্বর্গপুরে
চোর দস্যু অধিকারে নাহি
পাণ্ডবের রাজ্যে সবে হরি পরায়ণ ॥
সদা সাধু সঙ্গে করি হরি কথা
সকল হইল বশ নৃপতির গুণে ।
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ হয় এত দূরে ।
যাহার শ্রবণে পঞ্চ মহাপাপ হরে ॥

পাঠ মাহাত্ম্য ।

স্থির হ'য়ে একমনে শুন সর্ব্বজন ।
ভারত পাঠের ফল কহিব এখন ॥
ভক্তিভাবে যেবা পাঠ প্রতিদিন করে ।
অনায়াসে তরে সেই ভব পারাবারে ॥
ভারত মাহাত্ম্য ফল কহনে না যায় ।
সাধুজন অবহেলে মোক্ষপদ পায় ॥
রোগ শোক তাপ ব্যাধি
থাকিলে ভারত ঘরে
শুদ্ধমতি হ'য়ে যেবা
অশ্বমেধ ফল পায় ব্যাস
যার গৃহে থাকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ থাকে
অগ্নিভয় জরা আর
পাপ তাপ শোক দুঃখ
রাজদণ্ড যমদণ্ড অকাল
প্রেত ভূত নারী যক্ষ গন্ধর্ব্ব
সম্পূর্ণ ভারত গ্রন্থ থাকে যার ঘরে ।
এ সব পীড়া তারে
বন্ধ্যানরী পুত্র পায় একালে শুনিলে ।
জ্ঞান বৃদ্ধি বল বৃদ্ধি তরে পরকালে ॥
বিপ্রের বিজ্ঞান বাড়ে নৃপতির রাজ্য ।
আর যার-যেই বাঞ্ছা সিদ্ধ সর্ব্ব কার্য্য ॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে বাড়য়ে ধন ধান্য ।
পাপীজন শুনে স্বর্গে যায় মহাপুণ্যে ॥
যার যেই বাঞ্ছা করি
গোবিন্দ করেন পূর্ণ

... হবে নাহিক অন্যথা ।
... ভারতের কথা ॥
... যদি পাঠ কেহ করে ।
... মুক্ত হয় সর্ব্ব রোগ হরে ॥
... অনেক তার করিলে পঠন ।
অনায়াসে পূর্ণ হয় তার আকিঞ্চন ॥
... তাহার অর্দ্ধ পাঠ যদি করে ।
... হইয়া সেই রহে পরপারে ॥
... করিয়া শুনে, ভারত কথন ।
... স্বর্গে সুখে রহে অনুক্ষণ ॥
... কর সার, হরি মূলাধার ।
... বিনা জগতেতে কেহ নাহি আর ॥
... অপার মহিমা তাঁর, বেদে অগোচর ।
... ধেয়ানে না পান তাঁরে, দেবতা নিকর ॥
... নাম করে যেই, স্মরি হৃষীকেশে ।
... মোক্ষপদ লাভ তার হয় অনায়াসে ॥
... কৃষ্ণ কর জীবনের সার ।
... পরম গতি, ভব কর্ণধার ॥
... সুদেবচন্দ্র স্মরি নারায়ণ ।
... সংক্ষেপে পাঠের ফল করিল বর্ণন ॥
... শ্রবণ করয়ে যেই ভক্তিযুত হ'য়ে ।
... স্বর্গে মুক্তি হয় তার বেদেতে কহয়ে ॥
... অভক্তিতে সর্ব্বনাশ নরকে পতন ।
... কোটী কল্প করে বাস জেনো সর্ব্বজন ॥
... দ্বিজ সুদেবচন্দ্র কহে সবিনয়ে ।
... দাও সঁপি আপনার হিয়ে ॥
... হ'য়ে শুদ্ধ চিত্তে যেই জন শুনে ।
... অন্তকালে স্বর্গপুরে দেখে নারায়নে ॥

শ্লোক ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ ॥
ভারত মাহাত্ম্য কথা শেষ হো'ল ।
ভক্তিভাবে সর্ব্বজন হরি হরি বল ॥

(পাঠ মাহাত্ম্য কথন সমাপ্ত)

গ্রন্থকারের পরিচয় ।

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিদ্ধগ্রাম
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম ॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাসপিতা ।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস
অলি হব কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ ॥
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে ।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরিনাম দ্বি অক্ষর ।
আদি অন্ত নাহি যার বেদ অগোচর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণ দেহ ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা নাহিক সন্দেহ ॥
পাঁচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা ।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্ব্বজন ।
এতদূরে সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ ॥
নীচগৃহে থাকিলে ভারত নহে দুষ্ট ।
অনায়াসে শুনিলে পাতক হয় নষ্ট ॥
কাশীরাম বিরচিল গোবিন্দ ভাবিয়া ।
পাইবে পরম সুখ শুন মন দিয়া ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে স্বর্গারোহণপর্ব্ব নামক অষ্টাদশপর্ব্ব ।

সমাপ্ত